দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে গাজার ২৩ লাখ বাসিন্দা

সারে-জমিন

অঙ্গনওয়াড়ির মিড ডে মিলে ইঁদুর, আতঙ্ক

রূপসী বাংলা

২০২৩ সালের শক্তির বিশ্ব ও ঐকমত্য

সম্পাদকীয়

ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি

রবি-আসর

আল নাসরের জয়ে গোল করে শীর্ষে রোনাল্ডো

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩
৭ পৌষ ১৪৩০
১০ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক
*Invitation price: RS. 3.00

Vol.: 18 ■ Issue: 346 ■ Daily APONZONE ■ 24 December 2023 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

যাদবপুরের উপাচার্যকে সরিয়ে দিলেন রাজ্যপাল

আপনজন ডেস্ক: কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য রে পদ থেকে বুদ্ধদেব সাউকে সরিয়ে দিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বসু। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের হোস্টেলে ব্যাগিংয়ের ঘটনায় এক নবীন শিক্ষার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর চলতি বছরের অগাস্টমাসে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে সাউকে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন রাজ্যপাল। সাউয়ের নিয়োগের আগে জাবি দীর্ঘদিন স্থায়ী উপাচার্য ছাড়াই প্রধানবিহীন ভাবে চলছিল। সাউ নিজে চেয়ার থেকে অপসারণের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানালেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সূত্রে দাবি করা হয়েছে যে তিনি সমস্ত রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসাবে রাজ্যপালের পদকে উপেক্ষা করে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সাথে বৈঠক করে সমাবর্তনের তারিখ ঘোষণা করে রাজ্যপালের নেক নজরে আসেন। ঐতিহ্যগতভাবে প্রতি বছর ২৪ ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এ বছর প্রথা ভঙ্গ হবে, কারণ স্থায়ী বা অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে কে এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

দীপা দাশমুন্সী পদ পেলেও কোনও কমিটিতে নেই অধীর

উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের দায়িত্ব থেকে সরানো হল প্রিয়াঙ্কাকে

আপনজন ডেস্ক: লোকসভা নির্বাচনের আগে সাংগঠনিক পুনর্গঠনে শনিবার প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর পরিবর্তে অবিনাশ পান্ডেকে উত্তরপ্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এবং শচীন পাইলটকে ছত্তিশগড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে।

দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এখন থেকে কোনও পোর্টফোলিও ছাড়াই সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন। পাইলট, জিএ মীর, দীপক বাবরিয়া ও দীপা দাশমুন্সিকে সাধারণ সম্পাদক এবং তারিক আনোয়ারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। পান্ডে এর আগে ঝাড়খণ্ডের এআইসিসি-র দায়িত্বে ছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সভাপতিত্বে এবং সোনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধীসহ সিনিয়র নেতাদের উপস্থিতিতে দলের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (সিডব্লিউসি) বৈঠকের দু'দিন পরে এই নিয়োগগুলি এসেছে।রাজস্থানের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী পাইলট কুমারী সেলজার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, যাকে এখন উত্তরাখণ্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেস নেতা মীর ঝাড়খণ্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এবং পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত দায়িত্ব পেয়েছেন। দীপা দাসমুন্সিকে কেরালা ও লাক্ষাদ্বীপের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তেলেঙ্গানার। বরিষ্ঠ নেতা জয়রাম রমেশ, কে সি বেণুগোপাল, মুকুল ওয়াসনিক এবং রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা যথাক্রমে যোগাযোগ, সংগঠন, গুজরাট এবং কর্ণাটকের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন। আসামের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিংকে মধ্যপ্রদেশের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, বাবরিয়াকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে উন্নীত করে দিল্লির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং হরিয়ানার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অজয় মাকেন কোষাধ্যক্ষ এবং মিলিন্দ দেওরা এবং বিজয় ইন্দর সিংলা যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন।

দলের সভাপতি খাড়গেও বিভিন্ন রাজ্যের জন্য দায়িত্ব নিযুক্ত করেছেন। মহারাষ্ট্রের দায়িত্বে রয়েছেন রমেশ চেন্নিথালা, বিহারের মোহন প্রকাশ, মেঘালয়, মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশের চেল্লাকুমার, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির অতিরিক্ত দায়িত্বে রয়েছেন ওড়িশার অজয় কুমার এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ভরতসিং সোলাঙ্কি। রাজীব শুক্লা হিমাচল প্রদেশ ও চণ্ডীগড়, সুখজিন্দর সিং রান্ধাওয়া, পাঞ্জাবের দেবেন্দ্র যাদব, গোয়ার মানিকরাও ঠাকরে, দমন ও দিউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলির দায়িত্বে রয়েছেন এবং গিরিশ চোদানকর ত্রিপুরা, সিকিম, মণিপুর ও নাগাল্যান্ডের দায়িত্বে রয়েছেন। মনিকম ঠাকুর অন্ধ্রপ্রদেশ এবং আন্দামান ও নিকোবরের দায়িত্বে রয়েছেন এবং গুরদীপ সিং সপ্পাল প্রশাসনের দায়িত্বে রয়েছেন। বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক তারিক আনোয়ার এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রী ভক্ত চরণ দাস, শ্রী হরিশ চৌধুরী, শ্রীমতী রজনী পাতিল এবং শ্রী মনীশ চত্রথের অবদানের প্রশংসা করে দল।

সিডব্লিউসি-র সদস্য সাংসদ সৈয়দ নাসির হুসেনকে কংগ্রেস সভাপতির অফিসের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং প্রণব ঝাকে কংগ্রেস সভাপতির অফিসের যোগাযোগের সাথে সংযুক্ত এআইসিসি সচিব করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই নিয়োগ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শনিবারই কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনের জন্য ইশতেহার কমিটি গঠন করেছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও দলের সিনিয়র নেতা পি চিদাম্বরমকে সভাপতি করা হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক হবেন ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন ডেপুটি সিএম টিএস সিংদেব। এই ১৬ সদস্যের কমিটিতে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া, জয়রাম রমেশ এবং শশী থারুরও রয়েছেন। একই সঙ্গে কংগ্রেস একটি প্রস্তাব পাস করেছে। এর মাধ্যমে জনগণকে মোদী সরকারের কথা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য জানানো হবে।

ইশতেহার কমিটিতে রয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আনন্দ শর্মা, মণিপুরের প্রাক্তন ডেপুটি সিএম গাইখাংগাম, লোকসভায় দলের উপনেতা গৌরব গগৈ, অল ইন্ডিয়া প্রফেশনাল কংগ্রেস প্রধান প্রবীণ চক্রবর্তী, ইমরান প্রতাপগড়ী, কে রাজু, ওমকার সিং মারকাম, রঞ্জিত রঞ্জন, জিগনেশ মেভানি। এবং গুরদীপ। তবে অধীর চৌধুরি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিতেই সীমাবদ্ধ রইলেন। তিনি ্থিইশতেহার কমিটিতেও সুযোগ পেলেন না।প্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানে পরাজয়ের পর, কংগ্রেস ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের দিকে নজর দিচ্ছে। দলটি ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (সিডব্লিউসি) একটি বৈঠক ডেকেছিল, যেখানে লোকসভা নির্বাচনের কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। একদিন পরে, ২২ ডিসেম্বর, কংগ্রেস ইশতেহার কমিটি গঠনের ঘোষণা দেয়।

রাজ্যজুড়ে আজ টেট, খোলা হল কন্ট্রোল রুম

আপনজন ডেস্ক: আজ রবিবার প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা। কলকাতা ছাড়াও রাজ্যজুড়ে মহকুমা শহরগুলিতে টেট পরীক্ষার সেন্টার পড়েছে। জানা গেছে এবারের টেট পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৫৪ জন। পরীক্ষা শুরু হবে দুপুর ১২টায়। চলবে আড়াইটে পর্যন্ত। রাজ্যজুড়ে মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ৭৭৩টি।

আবার রবিবারই বিজেপির ডাকে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ হবে কলকাতায়। তাই এদিন শহর কলকাতায় যানজটের ব্যাপক আশংকা। যদিও কলকাতায় মাত্র পাঁচটি সেন্টার হয়েছে। সেগুলি হল যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, চেতলা গার্লস হাইস্কুল, সরকারি স্পনসর্ড মাল্টিপারপাস বয়েজ স্কুল (টাকি), কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন। তবে টেট পরীক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার কন্ট্রোল রুম চালু করেছে। যার নম্বর 03324751621, 18003455192। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এই কন্ট্রোল রুম খোলা থাকবে।

টেট প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত মোট ১১ হাজার ৭৬৫টি আসন খালি রয়েছে। সেই সব ফাঁকা আসনে নিয়োগ হবে।

টেট পরীক্ষার কথা ভেবে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে কলকাতা মেট্রো। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য রবিবার অতিরিক্ত মেট্রো চলবে। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা অ্যাডমিট কার্ড আবশ্যক করেছে। পরীক্ষা

বিকাশ ভট্টাচার্য ২৭ লক্ষ টাকা নিয়েছেন চাকরিপ্রার্থীদের থেকে

অভিযোগ কুনাল ঘোষের

আপনজন ডেস্ক: এসএলএসটি উত্তীর্ণ নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির চাকরিপ্রার্থীরা চাকরির দাবিতে দীর্ঘ হাজার দিনের বেশি দিন ধরে কলকাতায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে আন্দোলন করছিলেন। তাদের আন্দোলন স্থলে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ সরকারের সঙ্গে মধ্যস্থতার ভূমিকা নেন। চলতি মাসের ১১ তারিখ বিকাশ ভবনে শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠকের পর পুনরায় বৃহস্পতিবার আন্দোলনকারীদের ৭ জনের একটি প্রতিনিধি দলকে নিয়ে পুনরায় ব্রাত্য বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আন্দোলনকারীদের পক্ষে সওয়াল করেন। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, আইনি জটিলতার কারণে নিয়োগ হচ্ছে না। বিষয়টি আন্দোলনকারীদেরকে অনেকটাই প্রভাবিত করে। এবার শনিবার কুণাল ঘোষের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেন এসএলএসটি-র শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার চাকরিপ্রার্থীরা। তাদের সঙ্গে কুনাল ঘোষের বৈঠকের পর নিয়োগ নিয়ে আঙুল তুললেন সিপিএম সাংসদ তথা বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যর প্রতি। কুনাল অভিযোগ করলেন, সুপারিশপত্র থাকা সত্ত্বেও এই চাকরিপ্রার্থীরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন না। আইনি জটিলতা রয়েছে, কারণ নিয়োগের ক্ষেত্রে আদালতের স্থগিতাদেশ রয়েছে। এক শ্রেণির আইনজীবী চাকরিপ্রার্থীদের সর্বনাশ করছেন। মিথ্যে সমবেদনার নাম করে এদের মামলা লড়ার পরামর্শ দিচ্ছেন, অন্যদিকে বিরুদ্ধে পক্ষের হয়ে মামলা লড়ছেন। এখানেই থেমে থাকেননি কুনাল। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিকাশ ভট্টাচার্য ও তাঁর সঙ্গী আইনজীবীরা মামলা লড়ার জন্য এই যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের থেকে ২৭ লাখ টাকা নিয়েছেন। অযোগ্যপ্রার্থীদের দিয়ে মামলা করিয়ে যোগ্যদের চাকরি আটকে রেখেছেন।

এদিন কুণালের পাশে বসে চাকরিপ্রার্থী দীপঙ্কর জানা বলেন, ‘বিকাশবাবু একজন সিনিয়র আইনজীবী। ওঁর জুনিয়ররা মামলা লড়ার জন্য আমাদের থেকে ২৭ লাখ নিয়েছেন। এখন উনিই আমাদের বিরুদ্ধপক্ষের হয়ে মামলা লড়ছেন।’

আর এক চাকরি প্রার্থী শিবানি রায় বলেন, ‘আমাদেরকে নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে। দয়া করে এই রাজনীতি বন্ধ করা হোক। কেউ যেন আমাদের চাকরি পাওয়ার পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। এটাই আমাদের অনুরোধ।’ যদিও বিকাশ ভট্টাচার্যর দাবি তিনি চাকরি মামলায় লড়ার জন্য কোনও টাকা নেন না।

কাল থেকে উপাচার্যহীন হয়ে পড়বে বাংলার ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়

আপনজন ডেস্ক: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ পশ্চিমবঙ্গের ১০টি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় সোমবার থেকে আবারও নেতৃত্বহীন হয়ে পড়বে, কারণ রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বসু কর্তৃক নিযুক্ত অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যদের মেয়াদ শেষ হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও এই নয়টি বিশ্ববিদ্যালয় হল কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি, সিধো-কানহো-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি, ডায়মন্ড হারবার ইউনিভার্সিটি এবং সংস্কৃত কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি। শিক্ষাবিদরা মনে করছেন এর ফলে এই ১০ টি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিত কার্যক্রম আরও ব্যাহত হবে। শিক্ষা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব চলছে, কারণ রাজ্য সরকার অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অভ্যন্তরীণ সূত্র জানিয়েছে, রাজ্য সরকার অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যদের ওয়ার্কিং কমিটি, সিনেট বা সিন্ডিকেটের মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকার অনুমতি দিতে ইচ্ছুক নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত হবে কারণ সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক আদেশ অনুসারে, রাজ্যপাল শিক্ষা বিভাগের সাথে পরামর্শ না করে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যকে পুনরায় নিয়োগ করতে বা প্রতিস্থাপনের ঘোষণা করতে পারবেন না। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, রাজ্যপাল যদি শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগের কোনও উদ্যোগ নেন, তাহলে সমস্যা মিটতে পারে। কারণ রাজ্যপালের পছন্দকে রাজ্যের অনুমোদন দেওয়ার সম্ভাবনা কম। অভ্যন্তরীণ সূত্রটি বলেছেএকই সঙ্গে এসব বিশ্ববিদ্যালয় কবে স্থায়ী উপাচার্য পাবে, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। এখন পর্যন্ত, ভবিষ্যত বেশ অনিশ্চিত বলে মনে হচ্ছে।

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ
- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০৲

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট্ প্যাকসহ ১৪০০৲

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :
- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০৲
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০৲
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০৲
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০৲
- বজ্রকলম ২৫০৲
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০৲
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০৲
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০৲
- পুস্তক সম্রাট ৯০৲
- অনন্য জীবন ১৫০৲
- মুসাফির ১১০৲
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০৲
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০৲
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০৲
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০৲
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০৲
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০৲

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

ইসলামিক ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Uttar Khodar Bazar, Baruipur, Kol- 144

ভর্তি চলিতেছে
Class Nursery to XII (Proposed)

আমাদের বৈশিষ্ঠ্য
- CBSE Curriculum ● অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী।
- ইসলামিক বুনিয়াদি শিক্ষা ● বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাস রুম।
- International পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ ফলাফল।
- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক ভাবে মানোন্নয়ন।
- ক্লাস 5 থেকে NEET / JEE FOUNDATION COURSE
- Spoken Arabic Course।
- Co-Curriculum Activities
- ক্লাস 5 থেকে ছাত্রীদের সম্পূর্ণ পৃথক ক্লাস রুম

অন্যান্য স্কুলের থেকে তুলনামূলক অনেক কম খরচে আপনার সন্তানকে দেশের আদর্শবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলুন।

Helpline
9231510342
8585024724
8910301695

In strategic alliance with
MS Education Academy
HYDERABAD

Website : www.ilmaschool.in / Email : ilmaschoolbaruipur@gmail.com

প্রথম নজর

শিক্ষাঙ্গন-এর কৃষক দিবস পালন ভাঙড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: সাংবাদিকতা সাহিত্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "শিক্ষাঙ্গন" উৎযাপন করল কৃষক দিবস। আলোচনা ও কবিতায় দিবসটি পালন করা হয়। শিক্ষাঙ্গন-এর মূল শাখা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের কাশিপুরে উৎযাপন অনুষ্ঠানটি হয়। আলোচনার শিরোনাম ছিল 'আমরা কৃষক, আমাদের দুঃখের সীমা নাই।' আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন কৃষক সরিফুল মিদ্দে ও সমাজকর্মী ইন্তিয়াজ মোল্লা। এদিন "দুই বিঘা জমি" নামে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পাঠ করেন শিক্ষক, সাংবাদিক সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ও 'আমাদের গ্রাম" নামে কবি বন্দে আলী মিয়ার কবিতা পাঠ করেন তৃতীয় শ্রেণীর পড়ুয়া ইমতিয়াজ হোসেন। কৃষক সরিফুল মিদ্দেকে পুস্তক দিয়ে বরণ করে নেন মোজাইদুল মিদ্দে ও চতুর্থ শ্রেণীর পড়ুয়া মুজতবা আল হাসান গাজি। কবিতা পাঠ ছাড়াও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও সভাপতিত্ব করেন শিক্ষাঙ্গন-এর পরিচালক সাংবাদিক সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে।

সাগরদিঘী এস এন হাইস্কুলের ৭৫ বছর পূর্তি

সারিউল ইসলাম ● সাগরদিঘি

আপনজন: ১৯৪৮ সালের স্থানীয় শিক্ষার প্রসার ঘটাতে প্রতিষ্ঠিত হয় সাগরদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়। মাধ্যমিক এবং পরবর্তীতে তা উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। সেই উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হলো এবছর। ১২ই ডিসেম্বর থেকে ২২শে ডিসেম্বর ২০২৩ সাগরদিঘী এস এন উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্লাটিনাম জুবলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কখনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কখনো রক্তদান শিবির, আবার কখনো ম্যারাথন দৌড়ের মাধ্যমে পালন করা হয় দিনগুলি। ২২শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সংগীতানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় সাগরদিঘী এস এন উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর প্লাটিনাম জুবিলী অনুষ্ঠান।

চক্ষু শিবির পাঁচপাড়ায়

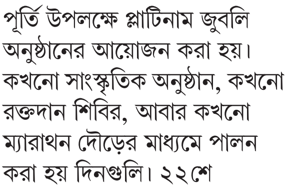

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া জেলা সাঁকরাইল ব্লকের পাঁচপাড়া অঞ্চলের এ এন ওয়েলফার ট্রাস্টের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও ছানি অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার পার্থ প্রতিম সেন নারায়ন হসপিটাল, হাওড়া জেলা পরিষদের সেক্রেটারি শেখ রাকিবুর রহমান, শাহিন আলম সরদার (ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর হুগলি রুরাল), নাখোদা মসজিদের ইমাম মাওলানা শফিক কাসেমী, আবুল হোসেন মন্ডল রাজ্য হজ কমিটি, ট্রাস্টের সম্পাদক রেজাউল করিম, সুবিদ আলী,সেখ সাজাহান, সেখ আজিজুল ইসলাম প্রমুখ। চক্ষু শিবিরের তত্বাবধানে ছিল এমপি বিড়লা আই ক্লিনিক (কলকাতা) অরবিন্দ আই হসপিটাল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে পাঁচপাড়া ফুটবল ক্লাব।

পড়াশুনা ছেড়ে ভিন রাজ্যে কাজ গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু দেউলার যুবকের

ওবাইদুল্লা লস্কর ● দেউলা

আপনজন: সংসারের হাল ধরতে ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল বাংলার এক যুবকের। স্থানীয় সূত্রে জানা, একমাস আগে সংসারের হাল ধরতে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবারের দেউলার সরাচি এলাকার বছর সতেরোর যুবক রোহিত গাজী। রোহিত পড়াশোনায় বরাবরই মেধাবী ছিল। কিন্তু সংসারের হাল ধরতে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে বুক বান্ডিং এর কাজে যায় রোহিত। শুক্রবার রাতে কাজ শেষ করার পর ইলেকট্রিক তারে জামা শুকাতে দিতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে কিছু হয় তার। এই খবর এলাকায় পৌঁছানোর পর শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।

এ বিষয় রোহিতদের বাবা রমজান গাজী বলেন, ছেলে বরাবরই মেধাবী ছিল কিন্তু আমাদেরকে না বলে সংসারের হাল ধরার জন্য ১০-১২ জন বন্ধু মিলে উড়িষ্যাতে কাজে যায়। এরপর সব কিছু ঠিক ছিল কিন্তু গতকালকের দুর্ঘটনার খবর বাড়িতে আস্তে। আমার সব শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।কিভাবে হলো এই দুর্ঘটনা ঘটলো বুঝে উঠতে পারছিনা। আমার দুই ছেলের মধ্যে এক ছেলে মারা গেল। আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পরল। পরিবার দিশা হারা হয়ে গেল।

মানুষের 'মূল্যবান নথি' পুড়িয়ে দিচ্ছে কান্দির জীবন্তী পোস্ট অফিস!

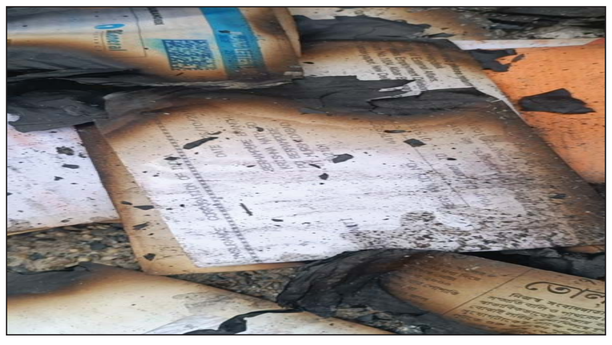

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: পোস্ট অফিসে সাধারণ মানুষের মূল্যবান কাগজ পুড়িয়ে দেওয়ায় অভিযোগে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল কান্দির জীবন্তি পোস্ট অফিসে। পোস্ট অফিস অর্থাৎ ডাকঘর হল সেই এলাকার সাধারণ মানুষের চিঠি থেকে শুরু করে যে কোনো দরকারী কাগজপত্র আদান প্রধানের একমাত্র প্রাণ কেন্দ্র পোস্ট অফিস। কিন্তু এ কী অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ নথী পত্রগুলো বাড়িতে পৌঁছে না দিয়ে সেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রাতের অন্ধকারে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে! হ্যাঁ এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল জীবন্তি পোস্ট অফিসের বিরুদ্ধে। এলাকার মানুষের অভিযোগ সকালে জীবন্তি বাজার যাওয়ার পথে পোস্ট অফিসের সামনে দেখা যায় অনেকগুলো প্রয়জনীয় কাগজ পত্র আগুনে পোড়ানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে কিন্তু কিছু কাগজ পত্র যেমন ব্যাঙ্কের, কোম্পানীর কাজের আই কার্ড, আধার কার্ডের নথী সহ একাধিক নথিআগুনে সম্পূর্ণ পোড়ানো যায়নি সেগুলো শনিবার সকালে বুঝতে পারা যাচ্ছিল, এর পরই চাঞ্চল্য ছড়াই জীবন্তিতে। নিজের নথিপত্র যাচাই করতে ভিড় জমে পোস্ট অফিসের সামনে। অনেকের অভিযোগ এক বছর ৬ মাস আধার কার্ড , প্যান কার্ড পোস্ট অফিসে এসেছে কিন্তু পোস্ট মাষ্টারকে বার বার বলেও পাওয়া যায়নি। যদিও এ বিষয়ে পোস্ট মাস্টার বাপি সোম গুরুত্বপূর্ণ নথী পোড়ানোর কথা অস্বীকার করে জানান " যেগুলো পোড়ানো হয়েছে ওগুলো খাম ছিল। প্রয়োজনীয় নথী কিছু ছিলনা তবে ক্যামারায় যে সব বন্দী হয়ে গেছে তার আগেই। তাবের করে দেখাতেই হতভম্ব খেয়ে জান ডাক মাষ্টার।

তাছাড়া দীর্ঘদিনের পোস্ট অফিসের বেহাল দশা সংস্কার করার অভাবে খুলে খুলে পড়ছে ইট পাথর, পোস্ট অফিসের সামান্য যায়গা তাতে দোকনের দ্রব্যসামগ্রী ভরে দখল করে নিয়েছে পাশের দোকানদার । ডাকঘরে মধ্যে দোকানদার মাল রেখে জোর করে দখল করেছে তা স্বীকার করে বলেন ওদের ভাড়ার যায়গা। অনেক বার বলা সত্বেও মাল রেখে দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো ভাড়া দেওয়া সত্বেও কীভাবে পোস্ট অফিসের ঘর দখল করতে পারে ..... জীবন্তি পোস্ট নিয়ে উঠে এল একধিক অভিযোগ।

অনন্যা নারী সম্মাননা

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে চাতক ফাউন্ডেশনের এক অনুষ্ঠানে তানিয়া রহমত 'চাতক অনন্যা নারী সম্মাননা' গ্রহণ করছেন ইতিহাস বেত্তা খাজিম আহমেদের হাত থেকে। সঙ্গে রয়েছেন শিক্ষাব্রতী সমাজসেবী মুর্শিদা খাতুন। তানিয়া রহমত মালদা জেলার কন্যা। চূড়ান্ত প্রতিকূলতার মধ্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষা জগতে একটি নজির স্থাপন করেছেন। তিনি শিক্ষারত্নও অর্জন করেন। সরকারি স্তরে তিনি একজন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষক। তিনি দায়িত্বশীল একজন শিক্ষা অনুপ্রেরক।

অঙ্গনওয়াড়ির মিড ডে মিলে ইঁদুর পড়ার খবরে চরম আতঙ্ক

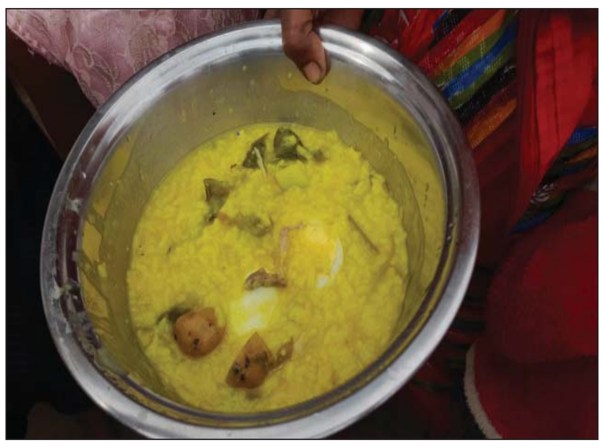

**সেখ রিয়াজুদ্দিন
ও আজিম সেখ ● বীরভূম**

আপনজন: বারবার খাবারের মধ্যে বিশেষ করে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মিড ডে মিলের মধ্যে সাপ,টিকটিকি, পোকা,ইঁন্দুর ইত্যাদি মরার খবর হামেশাই ঘটছে।এনিয়ে নানা স্তরে অভাব অভিযোগ ও উঠছে।তবুও যেন এবিষয়ে কোনো হেলদোল নেই দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মীদের মধ্যে।ফের আজ শনিবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মিড ডে মিলের মধ্যে ইঁদুর পড়ে থাকার খবর চাঁওর হতেই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে গ্রামবাসীদের মধ্যে।ঘটনাটি বীরভূমের নলহাটি থানার অন্তর্গত কুরুম গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশপুর গ্রামের তিন নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের। সুখেন মন্ডল নামে স্থানীয় এক গ্রামবাসীর অভিযোগ যে, প্রত্যেক দিনের ন্যায় এদিনও উক্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তার ছেলের জন্য তার স্ত্রী খিচুড়ি নিয়ে আসেন বাড়িতে। খাবার খেতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যে সেই রান্না করা খিচুড়ির মধ্যে একটি ইঁদুরের পা পড়ে আছে। এই নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে পরিবারটি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামবাসীদের অন্যান্য কয়েকজন ব্যক্তিরাও অভিযোগ করেন খিচুড়িতে ইঁদুর পড়ে থাকার। এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র এলাকায়। যদিও এই খাবার খেয়ে তখনো পর্যন্ত কেউ অসুস্থ বোধ করেননি। খাবারের মধ্যে ইঁদুর পড়ার অভিযোগ নিয়ে গ্রামবাসীরা সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভের খবর পেয়ে নলহাটি এক নম্বর ব্লকের বিডিও সৌরভ মেহতা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে চিকিৎসক ডেকে একটি চিকিৎসা শিবিরের ব্যবস্থা করেন যে সমস্ত মা ও শিশুরা ওই খাবার খেয়েছেন তাদের জন্য।

গণিতে অনীহা, তাই বিজ্ঞানমনস্কতা হারাচ্ছে, অভিমত শিক্ষাবিদদের

নায়ীমুল হক ● কলকাতা

আপনজন: অসীম সংখ্যাকে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন যিনি, গণিতের সেই বিস্ময়কর প্রতিভা শ্রীনিবাস রামানুজনের ১৩৬-তম জন্মদিন উপলক্ষে শুক্রবার ২২ ডিসেম্বর ছিল জাতীয় গণিত দিবস। গণিত দিবস হল রামানুজনের মহান অর্জনকে স্মরণ করার এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গণিতের তাৎপর্যকে আরও একবার উপলব্ধি করার দিন। 'গণিত সকলের জন্য' - এবারের এই থিমকে সামনে রেখে এদিন অনুসন্ধান কলকাতার পক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল অনলাইনে এক বিশেষ আলোচনাপর্ব। আলোচনার বিষয় ছিল, 'গণিতে অনীহা সামগ্রিকভাবে আমাদেরকে পিছিয়ে দিচ্ছে না তো!' এই জিজ্ঞাসা নিয়েই এদিন অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বিশিষ্ট প্রশাসক এবং গণিতের শিক্ষক ড. পার্থ কর্মকার বলেন, যদি সত্যিই তাই হয়, তাহলে তা যথেষ্ট চিন্তার কারণ এবং এর প্রতিকারে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। এই কাজে অনুসন্ধান কলকাতা বরাবরই খুবই অগ্রণী ভূমিকা রাখছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। গণিত দিবস উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনুসন্ধান কলকাতা আয়োজিত গণিত মেধা অন্বেষা পরীক্ষায় যারা অংশ নিয়েছিল, এমন সমস্ত ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, গণিত হচ্ছে সকল বিষয়ের রানী, গণিতে দক্ষতা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফলতা বয়ে আনতে সক্ষম। এদিন আলোচনার সূত্রপাত করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্সের অধ্যাপক অনুপম বসু। তিনি বলেন গণিতের প্রতি আকর্ষণ কমার দরুন সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতায় ভাটা পড়েছে, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনা করার প্রবণতা অনেক কমেছে, পাঠ্যের বাইরে গিয়ে গল্প বই পড়ার অভ্যাসও আর গড়ে তুলতে চাইছে না ছাত্র-ছাত্রীরা, চাইছেন না তাদের অভিভাবকেরাও। এ এক অতি কঠিন সময়! এছাড়াও এদিন যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উত্থাপিত হয়, তা হল-আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্র-ছাত্রীদের যুক্তিবদ্ধ ভাবনাকে এগিয়ে না নিয়ে গিয়ে তাদের মুখস্ত বিদ্যা, নোট লিখে দেওয়ার বদ-অভ্যাস গড়ে তুলি। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রশ্ন করার ইচ্ছাকে অনেক সময় দমিয়ে দিই। বইয়ের মলাট ছাড়িয়ে তাদেরকে প্রকৃতির অঙ্গনে ছড়িয়ে দিতে চাই না, বিভিন্নভাবে সমস্যার সমাধান করতে অনুপ্রাণিত করি না। গণিত তো আসলে একটা বোধ, যুক্তিবদ্ধ ভাবনার সমন্বয়। সেই ভাবনাকে উদ্দীপিত করে শিক্ষার্থীর মানসপটে পৌঁছে যাওয়ার সেই আন্তরিক প্রয়াস আমাদের কোথায়! অভিভাবকরা প্রায়শই সন্তানদের জন্য দোষারোপ করে থাকেন, একদম পড়াশোনায় মন বসাতে পারছে না, চঞ্চল হয়ে পড়ছে। আসলে গণিত অনুশীলনেই সম্ভব ছিল এই চাঞ্চল্য দূর করে চিন্তাভাবনার স্তরকে ক্রমান্বয়ে উন্নীত করা। কিন্তু তার সুযোগ কোথায়? ভালো ছাত্র মানেই সে নিজেকে প্রস্তুত করবে কেবলমাত্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হওয়ার। সেখানে আর যাই হোক গণিতের চর্চা বলতে যা বোঝায়, তা কিন্তু নেই। গণিতের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হওয়ায় এটা কি একটা বড় কারণ নয়! আর এরই ফলে সার্বিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠে মনোনিবেশ করতে যে ধৈর্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়, তাও আজ হারিয়ে যাচ্ছে।

পাশাপাশি তা থেকে সমাধানের উপায় নিয়েও কথা বলেন শিক্ষাবিদ ডঃ অর্ণব গুপ্ত, ডঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞানী মতিয়ার রহমান খান, অধ্যাপিকা অরুণিমা মহাপাত্র, প্রশান্ত বসু, শর্মিষ্ঠা শীল প্রমুখ। আলোচনা পর্বের শেষে সফল ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন শুভজিৎ মাইতি এবং কৌশিক সাধুখাঁ।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার কালিয়াচক কলেজে

NATIONAL SEMINAR
ON
Arabic Language in the Age of
Artificial Intelligence (AI)
Organised by
Dept. of Ar
KALIACHAK
Sultanganj
Venue : Confere

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদা জেলার কালিয়াচক কলেজে আরবি বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে আরবি ভাষা বিষয়ের উপরে জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার। এই সেমিনারে পৌরহিত্ত করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর নাজিবর রহমান। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক আবুল কালাম চৌধুরী। বিশেষ বক্তা হিসেবে কলকাতার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাইদুর রহমান। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন প্রফেসর ড: নাজমুল হক এবং ড: মেহেদী হাসান । অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কলেজের আরবি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর মুজতবা জামাল এবং মুন্সিফ আলি রিজভী। এই অনুষ্ঠানে ডক্টর মুস্তাফা জামালের লেখা দুটি বই উন্মোচিত হয় উন্মোচন পরিচালনা করেন আরবি বিভাগের শিক্ষক আনোয়ারুল ইসলাম। প্রায় ৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা কলেজের কনফারেন্স রুমে সমবেত হয়ে এই জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

সভাপতির ভাষণে ডক্টর নাজিবুর রহমান উল্লেখ করেন আরবি ভাষা একটি অন্যতম আন্তর্জাতিক ভাষা যেই ভাষায় কোটি কোটি লোক কথা বলে তার থেকেও বেশি লোক লেখাপড়া করে সারা বিশ্ব জুড়ে। একবিংশ শতাব্দীর আজকের জামানায় হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের পদচারণা। এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক সমাজের আঙ্গিনায় আরবি ভাষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী দিনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার রাস্তা তৈরি করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর ব্যবহারে ন্যাচারাল ইন্টেলিজেন্স কন্ট্রোলার হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। উপস্থিত অতিথিবর্গ আরবি ভাষা শিখে সারা বিশ্বে কর্মক্ষেত্রে কি করে নিজের জায়গা করে নেওয়া সম্ভব সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। ছাত্র-ছাত্রীগনের প্রশ্ন উত্তর এবং মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

সাড়ে চার হাজার কেজি ভেজাল ঘি সহ উদ্ধার সরঞ্জাম

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: শুক্রবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে ফুলিয়া এলাকা থেকে উদ্ধার প্রায় সাড়ে চার হাজার কেজি ভেজাল ঘি সহ সরঞ্জাম। পুলিশের জালে গ্রেপ্তার এক অভিযুক্ত।রানাঘাট পুলিশ জেলার।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে নদীয়ার ফুলিয়া এলাকার পরিমল ঘোষ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালাই শান্তিপুর থানার পুলিশ,এরপর উদ্ধার করে ৩০৮ টি লেভেল ছাড়া ঘি,ও ঘি তৈরির সরঞ্জাম।যদিও প্রত্যেকটি টিনে প্রায় ১৫ কেজি করে সরঞ্জাম থাকে।তবে বিপুল পরিমাণে ভেজাল ঘি সহ অভিযুক্ত পরিমল ঘোষ কে গ্রেফতার করে পুলিশ, শনিবার তাকে তোলা হয় রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে। রানাঘাট পুলিশ জেলার এসডিপিও প্রবীর মন্ডল জানান, এই অভিযান চলছে বেশ কিছু দিন ধরে আর এখন থেকে বিশেষভাবে চলবে এ অভিযান। যার বাড়ি থেকে এত পরিমান ভেজাল ঘি ও সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে তা সবই লেবেল ছাড়া, এর আগেও ভেজাল ঘি তৈরীর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে পাঁচজনকে। রাতে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। তবে এখন থেকে লাগাতার এই অভিযান চলবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

স্বনির্ভর করতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রান্তিক মেয়েদের পাশে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মা

আপনজন: প্রান্তিক ও নির্যাতিতা মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে জীবিকা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি। জীবিকা ও স্বয়ম সম্পূর্ণার যৌথ উদ্যোগে এই মহিলারা যাতে আত্মনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজে এগিয়ে আসতে পারে তাই মহিলাদের নিয়ে অভিনব রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল জোকায় সংস্থার অফিসে। নির্যাতিতা কয়েক হাজার মহিলা ওই সংস্থার মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে তারাই জীবিকার অফিসে গিয়ে রক্তদান করেন।

সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন। তিনি মহিলাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। জীবিকার নির্দেশক ডালিয়া রায় বলেন, নির্যাতিতা মহিলাদের আইনি সহায়তা দিয়ে শুধু সমাজের মূল স্রোতে ফেরানোই নয়, তারা যাতে অন্য মানুষের প্রয়োজনে এগিয়ে আসতে পারে সে ব্যাপারে তাদের উৎসাহ দিতেই এই রক্তদান শিবিরের উদ্যোগ।

বারাসতে তৃণমূলের ধিক্কার, প্রতিবাদ মিছিল

**মনিরুজ্জামান ও
ইস্রাফিল সেখ ● বারাসত**

আপনজন: বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বঞ্চনা, লোকসভা এবং রাজ্যসভা থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বিরোধী বিভিন্ন দলের সাংসদদের যেভাবে বহিষ্কার করা হচ্ছে তার প্রতিবাদে ধিক্কার ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে এক বিশাল ধিক্কার ও প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।মধ্যমগ্রামের দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয়ে বারাসাত রথতলাতে শেষ হয়।এই মিছিলে ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য সভাপতি তথা বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ,জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজী,জেলা পরিষদের সদস্য আফতাবউদ্দিন, বারাসাত ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি,মধ্যমগ্রাম পৌরসভার পৌরপ্রধান নিমাই ঘোষ সহ তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের নেতা, কর্মীরা মিছিলকারীদের হাতে ছিল কালো পতাকা এবং পরণে ছিল কালো কাপড়।

তৃণমূল শিক্ষক সমিতির হাওড়া শাখার কর্মশালা

নুরুল ইসলাম খান ● হাওড়া

আপনজন: পশ্চিম বঙ্গ মাধ্যমিক তৃণমূল শিক্ষক সমিতির হাওড়া জেলা শাখার পাঁচলা শাখার উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় আজ মাধ্যমিক ২৪ পরীক্ষার্থীদের নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ।এই কর্মশালা উদ্বোধক ছিলেন রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী সভাপতি শ্রী বিজন সরকার ,হাওড়া জেলার মাধ্যমিক পরীক্ষার আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলাম ও উচ্চ মাধ্যমিক ২৪ এর আহবায়ক বনশ্রী তলাপত্র।পাঁচলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ডা আবুবক্কার মল্লিক ,জেলা পরিষদ সদস্য আলাকাশ মুর্শেদ বাবু ও উপ প্রধান শেখ মেহবুব আলম হীরা , পাঁচলা আজীম মোয়াজ্জাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এস এম শামসুদ্দিন জানান এই কর্মশালায় পাঁচলা ব্লকের ১৮ টি স্কুলের ২০০ জন ছাত্র ছাত্রী অংশ নেয়। মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাতটি বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ এই প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণ দেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালায় সমস্ত ছাত্র ছাত্রী অত্যন্ত আনন্দিত ।

প্রথম নজর

ওআইসিভুক্ত দেশগুলোকে ইসরাইলি জাহাজ নিষিদ্ধের আহ্বান হুথিদের

আপনজন ডেস্ক: ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা-ওআইসিভুক্ত দেশগুলোকে ইসরাইলি জাহাজ নিষিদ্ধের আহ্বান জানিয়েছে ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুথি। শুক্রবার মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক নিউজ ওয়েবসাইট মিডল ইস্ট মনিটরের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, হুথি গোষ্ঠীর মুখপাত্র মোহাম্মদ আবদুল সালাম বলেন, ইসরাইল যতদিন গাজায় গণহত্যা বন্ধ না করবে, মালয়েশিয়ার মতো সবারই ইসরাইলি পণ্যবাহী জাহাজগুলো নিষিদ্ধ করা উচিৎ। তিনি তার এক এক্স পোস্টে বলেন, হুথিদের এ অভিযান কেবল জায়োনিস্টদের বিরুদ্ধে। এতে অন্যরা উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে গাজার আগ্রাসন বন্ধ করার জন্য সমগ্র বিশ্বকেই এই পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ। জায়োনিস্টদেরকে বৈশ্বিক আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অনুমতি দেয়া উচিৎ নয়। তিনি আরো বলেন, লোহিত সাগরে মার্কিন নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক জোট মোতায়েন করার অর্থ হলো এই অঞ্চলে সঙ্ঘাতকে আরো সম্প্রসারণ করা। একইসাথে এটি ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুকেও একটি লাইফলাইন দেয়া হবে। তাই এ বিষয়ে বিশ্বকে এখনই সতর্ক হতে হবে।

এ সময় তিনি ইসরাইলি পণ্যবাহী জাহাজগুলো নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে মালয়েশিয়ার সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানান।

পাকিস্তানে নারীদের বিক্ষোভে টিয়ার গ্যাস, গ্রেফতার ২০০

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে পুরুষরা গুমের শিকার হচ্ছেন। এর প্রতিবাদে বেলুচ নারীদের নেতৃত্বে শুরু হওয়া লংমার্চ রাজধানী ইসলামাবাদে পৌঁছলে পুলিশ তা ছত্রভঙ্গ করতে জল কামান এবং টিয়ার গ্যাস ছুড়েছে। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেওয়া মাহরাং বালোচসহ অন্তত ২০০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। খবর বিবিসি।

বেলুচিস্তানের পুরুষরা গুম এবং বিনা বিচারে হত্যার শিকার হওয়ার অভিযোগ ওঠার পর থেকে এর বিরুদ্ধে কয়েক সপ্তাহ ধরেই দেশ জুড়ে পদযাত্রা করে আসছে বিক্ষোভকারীরা। অতিসম্প্রতি এক বেলুচ পুরুষের মৃত্যুর পর বিক্ষোভ আরো জোরদার হয়েছে। নিহত ব্যক্তির স্বজনদের অভিযোগ, পুলিশ কাস্টডিতে থাকার সময় তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। পাকিস্তানের জিও নিউজ জানায়, বেলুচ নারীদের নেতৃত্বে লংমার্চ শুরু হয়েছিল গত ৬ ডিসেম্বর।

বুধবারে নারীরা লংমার্চ নিয়ে রাজধানী ইসলামাবাদে পৌঁছায়। এরপরই বৃহস্পতিবার তাদের ওপর চড়াও হয় পুলিশ।

বিক্ষোভকারীদের রেড জোনে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। এই এলাকায় নির্বাহী, বিচার বিভাগ এবং আইনসভার ভবন রয়েছে। জাতীয় প্রেসক্লাবের কাছেও বিক্ষোভকারীদের ক্যাম্প ভেঙে দিয়েছে পুলিশ। গ্রেফতার হয়েছে বেশির ভাগ বিক্ষোভকারী। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হওয়া ভিডিওতে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে বিক্ষোভকারীদের বেঁধে পুলিশের গাড়িতে তুলতে দেখা গেছে। এ সময় অনেকেই চিত্কার করছিল এবং কাঁদছিল। আবার অনেককে আহত অবস্থায় মাটিতে বসে থাকতে দেখা গেছে। পুলিশের এমন দমনাভিযানে দেশ জুড়ে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। সরকার বলছে, বিপর্যয় ঠেকাতে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। বেলুচ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলতে তত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী। পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ বেলুচিস্তান। সেখানে গোয়েন্দারা অনেককে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ আছে। তুলে নিয়ে যাওয়াদের ব্যাপারে সরকার কিছু বলছে না। আদালতে মামলাও নেওয়া হচ্ছে না। তুলে নিয়ে যাওয়া এসব মানুষের মধ্যে আছে– রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী এবং শিক্ষার্থীরা। পাকিস্তানের এই প্রদেশটিতে মানুষজনকে এভাবে তুলে নিয়ে গিয়ে গুম করে ফেলার অভিযোগ চলে আসছে সেই ২০০০ সাল থেকে। বহু বেলুচ নারীই তাদের প্রিয়জন নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় বছরের পর বছর ধরে বিচার চাইছেন এবং বিষয়টিতে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে আসছেন।

হজযাত্রীদের প্রাচীন পথ সংরক্ষণের উদ্যোগ তিন দেশের

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র হজযাত্রার প্রাচীন পথ সুরক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সৌদি আরব, বাহরাইন ও ইরাক। আরব উপদ্বীপে হাজার বছর ধরে ব্যবহৃত পথটি সুরক্ষার এই উদ্যোগ নেয় মধ্যপ্রাচ্যের তিন দেশ। এরই মধ্যে পরিকল্পনাটি নিয়ে যৌথভাবে কাজ করছে সৌদি আরবের হেরিটেজ কমিশন, বাহরাইনের আরব রিজিওনাল সেন্টার ফর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ও ইরাকের স্টেট বোর্ড অব অ্যান্টিকুইটিজ অ্যান্ড হেরিটেজ। গত ১৮ ডিসেম্বর সৌদি বার্তা সংস্থা এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায়।

জানা যায়, সম্প্রতি হাইল অঞ্চলে অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় প্রাচীন হজযাত্রা সুরক্ষার পরিকল্পনাটি উত্থাপন করা হয়। এতে ইরাকের বিখ্যাত জুবায়দাহ রুট থেকে মক্কা নগরী পর্যন্ত বিস্তৃত পথটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হাইল এলাকাটি হজযাত্রার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তা প্রাচীন হজ রুটের প্রধান স্টেশন হিসেবে ব্যবহৃত হতো, বিশেষত এখানকার ‘ফাইদ আল-আসারি’ নামক স্থানটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে হজ ও বাণিজ্য কাফেলার গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন ছিল।

কর্মশালায় তিন দেশের ঐতিহ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা অংশ নেন এবং তাঁরা পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেন।

এরই মধ্যে প্রতিনিধিদলটি জুবায়দাহ রুটের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের জন্য পরিচিত প্রাচীন ফাইদ শহর পরিদর্শন করে। দর্শনার্থীদের জন্য এসব স্থানের উন্নয়ন, সুরক্ষা ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। সেদি ভিশন ২০৩০ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সৌদি আরবের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক বিনিময়ের অংশ হিসেবে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে গাজার ২৩ লাখ বাসিন্দা

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের মধ্যে ফিলিস্তিনি ছিটমহল গাজার ২৩ লাখ বাসিন্দার সবাই বিপর্যয়কর ক্ষুধার মোকাবিলা করছে এবং দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জাতিসংঘ সমর্থিত এক সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্ল্যাসিফিকেশন (আইপিসি) এর বৃহস্পতিবারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী রেকর্ড করা সবচেয়ে বড় খাদ্যসংকট বা উচ্চ পর্যায়ের তীব্র খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে গাজার বাসিন্দাদের একটি বড় অংশ। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে গাজার শাসকগোষ্ঠী হামাসের যোদ্ধাদের নজিরবিহীন হামলার প্রতিশোধ নিতে ফিলিস্তিনি ছিটমহলটিতে নির্মম সামরিক অভিযান শুরু করে তেল আবিব। তাদের অবিরাম বিমান হামলা ও স্থল আক্রমণে গাজার বিস্তৃত এলাকা ধুলায় মিশে যায়। টানা আড়াই মাস ধরে চলা ইসরায়েলি হামলায় গাজায় ২০ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত ও ৮০ শতাংশের বেশি বাসিন্দা বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েছে।

গাজা অবরুদ্ধ করে রেখে সেখানে খাবার, পানি, বিদ্যুত্ ও জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে রেখেছে ইসরায়েল। পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে পড়ার মুখে রাফাহ ক্রসিং দিয়ে মিশর থেকে গাজায় ট্রাকযোগে কিছু ত্রাণ পাঠানো শুরু হয়েছে। এসব ট্রাকে করে খাবার, পানি ও ওষুধ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু জাতিসংঘ বলছে, যে পরিমাণ খাবার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা গাজার বাসিন্দাদের প্রয়োজনের মাত্র ১০ শতাংশ পূরণ করতে পারবে যাদের অধিকাংশই বাস্তুচ্যুত হয়ে রয়েছে। আইপিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেখানে দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি আছে আর তা দিন দিন বাড়ছে। তীব্র শত্রুতা ও মানবিক ত্রাণ প্রবেশে বিধিনিষেধ বজায় থাকায় পরিস্থিতি আরো খারাপ হচ্ছে। ইসরায়েলের হামলা, তাদের দাবি মতো ত্রাণ যাচাই করার সুযোগ দেওয়া, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ রাখা ও জ্বালানি-সংকটের কারণে গাজায় ত্রাণ সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। অপ্রতুল সরবরাহের মধ্যে গাজার কিছু বেপরোয়া বাসিন্দা ত্রাণ ট্রাকগুলোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে খাবার ও অন্যান্য পণ্য ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। গাজার বাসিন্দারা গাধা জবাই করে সেগুলোর মাংস খাচ্ছে ও ক্ষীণ হয়ে পড়া রোগীরা চিকিত্সা-সহায়তা চাইছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রধান অর্থনীতিবিদ ও গবেষণা পরিচালক আরিফ হুসেইন গাজার সংকটকে ‘নজিরবিহীন’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘এই প্রতিবেদনটি আমাদের সবচেয়ে খারাপ শঙ্কাকেই নিশ্চিত করেছে।’ তিনি বলেছেন, ‘গত ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি একাজ করছি। আমি আফগানিস্তানে গিয়েছি, ইয়েমেনে গিয়েছি, সিরিয়ায়, দক্ষিণ সুদানে, ইথিওপিয়ায়, নাইজেরিয়ার উত্তরপূর্বাঞ্চলে। কিন্তু কোথাও এত দ্রুত পরিস্থিতি এমন খারাপ হতে দেখিনি। যুদ্ধ এখন যে রকমভাবে চলছে তা যদি চলতে থাকে, যদি ত্রাণসহায়তা যে পরিমাণ আসা উচিত তা না আসে, তাহলে আগামী ছয় মাসের মধ্যে দুর্ভিক্ষ হবে। দুই থেকে তিন মাসের মধ্যেও হতে পারে।’ গাজার প্রতি চারটি পরিবারের মধ্যে অন্তত একটি অর্থাত্ ৫ লাখ ৭৭ হাজার মানুষ ইতিমধ্যে বিপর্যয়কর ক্ষুধার মোকাবিলা করছে, তারা তীব্র খাদ্যসংকটে ভুগছে আর অনাহারে থাকছে বলে আইপিসি দেখতে পেয়েছে।

শীর্ষ তিন নেতার মুক্তির শর্তে বন্দি বিনিময়ে রাজি হামাস

আপনজন ডেস্ক: শীর্ষ তিন নেতার মুক্তির শর্তে বন্দী বিনিময়ে রাজি রয়েছে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস। শুক্রবার (২৩ ডিসেম্বর) ইসরাইলভিত্তিক গণমাধ্যম ইয়েদিওথ আহরনোথের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামাস বলেছে যে মারওয়ান বারঘৌতি, আহমেদ সাদাত ও আবদুল্লাহ বারঘৌতিকে মুক্তি দিতে রাজি হলে নতুন করে বন্দী বিনিময়ে তারা যেতে প্রস্তুত রয়েছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, রামাল্লাভিত্তিক প্যালেস্টাইন অথরিটির (পিএ) সভাপতি হিসেবে এখনো পছন্দের শীর্ষে রয়েছেন মারওয়ান বারঘৌতি। তিনি ফাতাহর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ২০০২ সালে তিনি গ্রেফতার হন। এরপর তাকে ইসরাইলের আদালত পাঁচটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে।

এ সময় বারঘৌতির মুক্তি ফিলিস্তিনি আন্দোলনের আমূল পরিবর্তন করে দিতে পারে বলে সতর্ক করেছে পত্রিকাটি। তারা বলেছে, বারঘৌতি তার দীর্ঘ কারাবাস সত্ত্বেও এখনো পছন্দের শীর্ষে রয়েছে। তার নেতৃত্ব এখনো অধিকৃত পশ্চিমতীরের ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

সূত্রটি জানিয়েছে, পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইন (পিএফএলপি)-এর সেক্রেটারি-জেনারেল আহমেদ সাদাত ২০০৮ সালে গ্রেফতার হন। এরপর তাকে ২০০১ সালে ইসরাইলি পর্যটনমন্ত্রী রেহাভাম জেইভিকে হত্যার অভিযোগে ৩০ বছরের জেলা দেয়া হয়।

ইসরাইলি গণমাধ্যমটি জানিয়েছে, আবদুল্লাহ বারঘৌতি হামাসের একজন শীর্ষ নেতা। ইসরাইলিদের ওপর হামলার অভিযোগে একাধিকবার তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল।

গণমাধ্যমটি আরো জানিয়েছে, এর আগে ২০১১ সালেও হামাসের সাথে বন্দীবিনিময় করে ইসরাইল। তখন তারা এক হাজার ফিলিস্তিনি বন্দীর বিনিময়ে ইসরাইলি সেনা কর্মকর্তা গিলাদ শালিতকে মুক্ত করেছিল। তখনো হামাস তিন নেতাকে মুক্তির জন্য প্রস্তাব রেখেছিল। কিন্তু ইসরাইল তাতে রাজি হয়নি।

তবে এই প্রতিবেদনের পর ইসরাইলি সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

সূত্রটি জানিয়েছে, ইসরাইল ও হামাসের মাঝে নতুন বন্দী বিনিময় চুক্তির জন্য মধ্যস্থতা করছে মিসর। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য ইতোমধ্যে কায়রোতে পৌঁছেছেন হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়াহ। তবে আল-কাসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু ওবায়দা বৃহস্পতিবার বলেছেন, ইসরাইল গাজায় গণহত্যা বন্ধ করার আগে হামাস বন্দীবিনিময় আলোচনা করবে না।

উল্লেখ্য, গত ২৪ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত গাজা যুদ্ধের সপ্তাহব্যাপী মানবিক বিরতি ছিল। এ সময় হামাস ৭১ নারী ও ১৬৯ শিশুসহ ২৪০ ফিলিস্তিনির বিনিময়ে ৮১ ইসরাইলি ও ২৪ বিদেশীকে মুক্তি দিয়েছিল। গাজায় এখনো ১৩০ ইসরাইলি বন্দী রয়েছে।

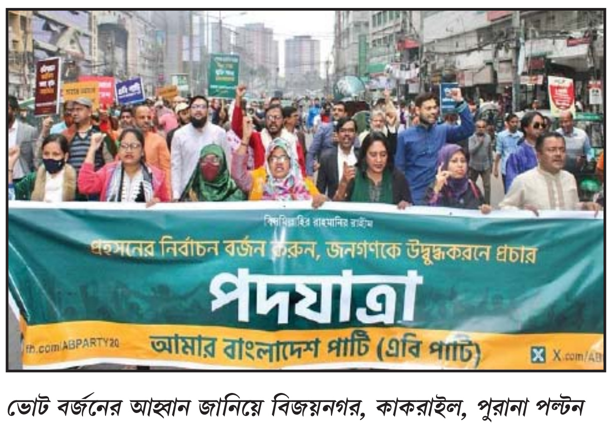
প্রহসনের নির্বাচন বর্জন করুন, জনগণকে উদ্বুদ্ধকরনে প্রচার
পদযাত্রা
আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)
fb.com/ABPARTY20
X.com/AB

ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে বিজয়নগর, কাকরাইল, পুরানা পল্টন এলাকায় পদযাত্রা করেন এবি পার্টির নেতা-কর্মীরা। ঢাকা, ২৩ ডিসেম্বর

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নিরাপত্তা পরিষদে পাসকৃত প্রস্তাব নিয়ে অসন্তুষ্ট হামাস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজায় ‘মানবিক সহায়তা’ প্রবেশ বিষয়ক একটি প্রস্তাব জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পাস হয়েছে। তবে এই প্রস্তাবের যুদ্ধবিরতির কথা না বলায় ইসরায়েলি হামলা চলতে থাকবে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই এ প্রস্তাব নিয়ে নিজেদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস।

সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, ফিলিস্তিনের গাজায় পর্যাপ্ত ত্রাণ সরবরাহের সুযোগ করে দিতে সংঘাতে লিপ্ত সবপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় শুক্রবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব পাস হয়।

এ নিয়ে এক তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় টেলিগ্রামে দেওয়া এক বিবৃতিতে হামাস বলেছে, গাজায় মানবিক সহায়তা বৃদ্ধির যে কথা বলা হচ্ছে, সেটি সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পর্যাপ্ত নয়। গত পাঁচদিন ধরে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন এই প্রস্তাবটি থেকে যুদ্ধবিরতি বাদ দিয়ে ফাঁকা ও দুর্বল আকারে প্রকাশ করতে কঠোর পরিশ্রম করেছে। এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেছে এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ আমাদের অসহায় সাধারণ মানুষকে ইসরায়েলের আগ্রাসন থেকে বাঁচাতে যে চেষ্টা চালাচ্ছে, সেটির বিরুদ্ধে গেছে।

বিবিসির প্রতিবেদনে মানবিক সহায়তা পৌঁছানো নিয়ে শঙ্কার কথা জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। তিনি বলেন, গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান সহায়তা বিতরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

এদিকে রাশিয়া প্রস্তাবটির ভাষাগত দিক নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। একই আপত্তি আরব আমিরাতও জানিয়েছে। এই দুই সদস্য রাষ্ট্রের মতে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির কথা প্রস্তাবে বলা হলেও, পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের চাপে ভাষায় কাটছাট হয়।

অথচ জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত লিন্ডা টমাস গ্রিনফিল্ড জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর বলেছিলেন, আপনাদের এ বিষয়ে অবগত করতে চাই যে, গত সপ্তাহে সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর ও ও অন্যান্যদের সঙ্গে, আমরা সমর্থনযোগ্য একটি প্রস্তাব নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমরা এর পক্ষে ভোট দিতে প্রস্তুত।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৩ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৭	৬.১৪
যোহর	১১.৪১	
আসর	৩.২৩	
মাগরিব	৫.০৩	
এশা	৬.১৮	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৫	

নাইজার থেকে সব সেনা ফেরাল ফ্রান্স

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজার থেকে শেষ সেনাও প্রত্যাহার করলো ফ্রান্স। এর মাধ্যমে সেখানের সাহেল অঞ্চলে ফ্রান্সের এক দশকের বেশি সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযান শেষ হলো। তবে নাইজার থেকে ফরাসি সেনা প্রত্যাহার করা হলেও সেখানে রয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের শত শত সামরিক কর্মী এবং ইতালি ও জার্মানির সেনা। ১৮ মাসেরও কম সময়ে তৃতীয়বার সাহেল রাষ্ট্র থেকে ফরাসি সৈন্যদের ফিরিয়ে নেয়া হলো।

সুদান যুদ্ধে ৭ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: সুদানে গৃহযুদ্ধের কারণে ৭ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। জাতিসংঘ বৃহস্পতিবার বলেছে, আগের বাস্তুচ্যুত মানুষ পূর্বের একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল থেকে পালিয়ে যাওয়া অব্যাহত রেখেছে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক বলেছেন, ‘ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশনের মতে, বড় আকারের বাস্তুচ্যুতির নতুন ঢেউয়ে আল-জাজিরা রাজ্যের ওয়াদ মাদানি থেকে ৩ লক্ষ মানুষ পালিয়ে গেছে।’ তিনি আরও বলেছেন, আরও ১৫ লাখ মানুষ প্রতিবেশী দেশে পালিয়ে গেছে। এই সর্বশেষ সুদানের বাস্তুচ্যুত জনসংখ্যাকে ৭১ লাখের দিকে ঠেলে দেবে, যা বিশ্বের বৃহত্তম বাস্তুচ্যুতির সংকটের ঘটনা।’ যুদ্ধের আগে রাজ্যের রাজধানীকে ঘিরে ফেলার আগে ৫ লাকের বেশি মানুষ সুদানের যুদ্ধ-পূর্ব রুটির ঝুড়ি আল-জাজিরাতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। জাতিসংঘের শিশু সংস্থা ইউনিসেফের প্রধান ক্যাথরিন রাসেল বলেছেন, ‘সুদানে আমাদের সহকর্মীরা মাদানি শহরের নিরাপত্তায় পেছানোর জন্য নারী ও শিশুদেরকে বাধ্য করা কষ্টকর যাত্রার গল্প শুনেছেন।’

রাসেল বলেছেন, ‘এখন, এমনকী নিরাপত্তার সেই ভঙ্গুর বোধও ভেঙ্গে পড়েছে। কারণ, সেই একই শিশুদের আবারও তাদের বাড়ি থেকে জোরপূর্বক বের করে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। কোনো শিশুকে যুদ্ধের ভয়াবহতা অনুভব করতে হবে না।

লেবানন থেকে ইসরায়েলে মুহুর্মুহু রকেট হামলা

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের প্রতিরোধ গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ মুহুর্মুহু রকেট হামলা চালিয়েছে উত্তর ইসরায়েলে। শুক্রবার সকালের দিকে উত্তর ইসরায়েলে এই হামলা চালানো হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ইসরায়েলি বাহিনী জানিয়েছে, প্রতিরোধ গোষ্ঠীটি লেবাননের ভবিষৎ বিপজ্জনক করে তুলছে।

সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লেবানন থেকে উত্তর ইসরায়েলের শোমেরা এলাকায় প্রায় ২০টি রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে। সীমান্তের অন্যান্য এলাকায়ও রকেট হামলা চালানো হয়েছে।

ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী হামলায় সম্ভাব্য হতাহতের তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করেনি।

এদিকে গাজায় গত দুই দিনে ইসরায়েলি হামলায় প্রায় ৪০০ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন ৭৩৪ জন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। বন্ধ রয়েছে গাজার যোগাযোগ ব্যবস্থা।

অন্যদিকে জাতিসংঘ সমর্থিত এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, গাজায় প্রায় ছয় লাখ ফিলিস্তিনি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে। গাজার সরকারি অফিস জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এখন পর্যন্ত অন্তত ২০ হাজার ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। তাছাড়া হামাসের হামলায় প্রায় ১২০০ ইসরায়েলি নিহত হয়েছেন।

বাণিজ্যিক জাহাজে হামলায় হুথিদের সঙ্গে ইরান জড়িত: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে হুথি বিদ্রোহীদের হামলায় ইরান “গভীরভাবে জড়িত” বলে অভিযোগ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তেহরান ইয়েমেনের এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে অস্ত্র ও কৌশলগত বুদ্ধিমত্তা দিচ্ছে বলেও জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। শুক্রবার এক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে লোহিত সাগরে জাহাজ হামলায় ইরানের সম্পৃক্ততার তথ্য ও প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। তবে জাহাজে হামলার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে ইরান। এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তার মুখপাত্র অ্যাড্রিয়েন ওয়াটসন বলেন, আমরা জানি, লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর পরিকল্পনায় ইরান গভীরভাবে জড়িত। বিষয়টি এই অঞ্চলে হুথিদের অস্থিতিশীল কর্মকাণ্ডে ইরানের দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা ও মদদ দেওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে লক্ষ্য করে হুথিদের হামলাকে ‘আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ’ বলে জানান তিনি, এছাড়া এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সম্মিলিতভাবে পদক্ষেপের আহ্বান জানান মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের এই মুখপাত্র।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৮ বর্ষ, ৩৪৬ সংখ্যা, ৭ পৌষ ১৪৩০, ১০ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

বিষবৃক্ষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গান রহিয়াছে–'আমি, জেনে শুনে বিষ করেছি পান।' এই রবীন্দ্রসংগীতটি জনপ্রিয় হইবার কারণ হইল–অধিকাংশ মানুষই বাস্তব জীবনে কখনো-সখনো হঠকারী কাজকারবার করিয়া থাকেন। অতঃপর একটি পর্যায়ে আসিয়া তাহার আত্মোপলব্ধি ঘটে–যাহা তিনি করিয়াছেন তাহা ঠিক করেন নাই। তিনি জানিয়া শুনিয়া বিষ পান করিয়াছেন। আমাদের রাজনীতি-সমাজ সংসারেও এইরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সাধারণত নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ থাকে। সেই আদর্শকে যাহারা হৃদয়ে-মননে ধারণ ও লালনপালন করেন, তাহারা সেই রাজনৈতিক দলের অনুসারী কিংবা সরাসরি সদস্য হইয়া থাকেন। সমগ্র বিশ্বেই আদর্শগত রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রে এই চিত্র দেখা যায়; কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের আদর্শগত কোনো রাজনৈতিক দলে যদি বিপরীত আদর্শের, অর্থাত্ রাজাকার-আলবদর-আলশামসের মতাদর্শের ছেলেপুলেদের দেখা যায় এবং তাহারা যদি একের পর এক অমার্জনীয় দুষ্কর্ম করিতে থাকে, তখন বুঝিতে হইবে এই ধরনের বহিরাগতদের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা রহিয়াছে। এই ধরনের বহিরাগতরা ক্ষমতাসীনদের দলে ঢুকিয়া প্রথমে পদ-পদবি ক্রয় করিয়া থাকে। তাহার পর তাহাদের শিকড় ক্রমশ চারিদিকে বিস্তার করিতে থাকে। এইভাবে যতই তাহারা ক্ষমতা অর্জন করে ততই তাহারা সুবিধামতো নানান কিছু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে লইয়া যায়। নিজের নিয়ন্ত্রণে লইয়া ইহার পর তাহারা যেই ধরনের অত্যাচার-অবিচার করিতে শুরু করে, তাহাতে দিবালোকের মতো বুঝা যায়–কী তাহাদের উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা। ইহা ঠিক, ক্ষমতায় যাহারা থাকেন, অনেক উন্নয়ন ও ভালো কাজ করিলেও তাহাদের লইয়া সমালোচনা হইয়াই থাকে। উন্নয়ন ও ভালো কাজের তো শেষ নাই। সুতরাং অনেক কাজ করিবার পরও কিছু কিছু সমালোচনা পৃথিবীর সকল দেশের ক্ষমতাসীনদেরই শুনিতে হয়। ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু দলের আদর্শের বিপরীতে বহিরাগতদের অপকর্ম, অত্যাচার, অন্যায় কর্মকাণ্ডের জন্য যদি অনেক বেশি সমালোচনা শুনিতে হয়, তাহা হইলে তাহা সেই আদর্শগত দলটির জন্য অত্যন্ত পরিতাপের। ইহা জানিয়া শুনিয়া বিষ পান করিবার মতো। তাহাই ঘটিতে দেখা যাইতেছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শগত একটি বৃহত্ দলের ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে কোনো কোনো এলাকায় এই ধরনের বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীরা ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। এখন এই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শবিরোধীদের শিকড় যদি উত্পাটন করা না হয়, ঝাড়িয়া ফালানো না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সেই সকল বহিরাগত-অধ্যুষিত এলাকায় আদর্শগত দলটিকে তাহার আদর্শিক অনুসারী এবং সাধারণ জনগণের ক্ষোভের মুখে পড়িতে হইবে। ইহা ঠিক যে, কোনো দলেরই শীর্ষ নেতার রাজধানীতে বসিয়া তৃণমূল পর্যায়ের এই ধরনের বহিরাগত বা বিপরীত-মতাদর্শের রাজাকার-পোষ্যদের দলে অনুপ্রবেশের বিষয়াদি সর্বত্র নজরদারি করা সম্ভব নহে। ইহার জন্য ঐ আদর্শিক দলের বিভাগীয় কিংবা জেলা পর্যায়ের স্থানীয় নেতা রহিয়াছেন।প্রশ্ন হইল, এই স্থানীয় নেতারা কী করিয়া বিপরীত মতাদর্শের বহিরাগতদের দলের মধ্যে অনুপ্রবেশের ছাড়পত্র দিয়াছেন? কাহারা দিয়াছেন? কেন দিয়াছেন? এখন এই বহিরাগতরা ভাইরাসের মতো নিজেদের বৃদ্ধি করিয়া পুরা দলটাকেই যে দখল করিতে উদ্যত হইতেছে, তাহার পরিণাম কি ভাবিয়া দেখা হইয়াছে? ক্ষমতাসীন দলের পদ-পদবির শক্তি এবং ইহার সহিত নানাবিধ অবৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থের শক্তির মাধ্যমে এই অনুপ্রবেশকারীদের বহুক্ষেত্রেই প্রশাসনকে পর্যন্ত ম্যানেজ করিয়া ফেলিতে দেখা যায়। ইহা লইয়া সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে ফিসফিসানি শুনা যায়। শুনা যায় আরো অনেক কিছু, অনেক ধরনের সমালোচনা। এই সকল কথা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শগত দলটির নীতিনির্ধারকদের কান পাতিয়া শুনিতে হইবে। তাহাদের বুঝিতে হইবে–তাহাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শগত দলটি নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য যতটা সমালোচিত হইতেছে, তাহার চাইতে অনেক বেশি সমালোচিত হইতেছে দলটির অনুপ্রবেশকারীদের অন্যায়-অত্যাচার এবং বিবিধ দুষ্কর্মমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য। ইংরেজিতে একটি কথা রহিয়াছে–বেটার লেট দ্যান নেভার। দেরি হইয়াছে, তবে সময় এখনো সম্পূর্ণ ফুরাইয়া যায় নাই বহিরাগতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে। নির্বাচন যত ঘনাইয়া আসিতেছে, ততই চারিদিক হইতে স্বাধীনতাবিরোধীরা নানান ধরনের ষড়যন্ত্রের জাল বিছাইতেছে। এখনই সময় বহিরাগত-অনুপ্রবেশকারী বিষবৃক্ষদের মূলোত্পাটন করিবার।

…………

২০২৩ সালের শক্তির বিশ্ব ও ঐকমত্য

পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে নিয়মের ওপরে। সংঘাতের পর একটা সময়ে শান্তি আসবেই–এই বাস্তবতার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলেছে নিয়মভিত্তিক বিশ্ব। অন্তত বিগত আট দশকের চিত্র সে কথাই বলে। যুদ্ধের দামামা শেষে প্রতিবারই বলা হয়, 'আর কখনোই সংঘাত নয়'। যদিও এই প্রতিশ্রুতি থেকে যায় কেবল কাগজে-কলমে। লিখেছেন **মার্গুস শাকনা**।

পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে নিয়মের ওপরে। সংঘাতের পর একটা সময়ে শান্তি আসবেই–এই বাস্তবতার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলেছে নিয়মভিত্তিক বিশ্ব। অন্তত বিগত আট দশকের চিত্র সে কথাই বলে। যুদ্ধের দামামা শেষে প্রতিবারই বলা হয়, 'আর কখনোই সংঘাত নয়'। যদিও এই প্রতিশ্রুতি থেকে যায় কেবল কাগজে-কলমে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির চিন্তা থেকে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) মতো বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করে। এসব সংগঠনের কণ্ঠে ঘন ঘন উচ্চারিত হতে থাকে ধ্বংসাবশেষ থেকে বের হয়ে আসার গল্প, কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির ফিরিস্তিও নিয়মিত শোনা যায় বটে, যদিও এসব গালগল্প বিশ্ববাসী এখন আর তেমন একটা বিশ্বাস করে বলে মনে হয় না। সন্দেহ নেই, বিশ্বজুড়ে সহিংসতা বেড়েছে ব্যাপকভাবে। বিভিন্ন অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা বাড়ছে ক্রমাগত। এর শুরুটা হয় ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে। সার্বভৌম ইউক্রেনে আক্রমণ চালানোর মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক শান্তি বিনষ্ট করার পুরো দায় মস্কোর কাঁধেই বর্তায়। আর তা এখন অবধি বন্ধ করতে না পারার দায় অবশ্যই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর। বলতে হয়, এতে করে বৈশ্বিক শান্তি বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে বৈশ্বিক সংগঠনগুলো।

আমরা এখনো ইউক্রেন যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে চলেছি। অথচ অনেক আগেই এই সংঘাত, হানাহানি শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সময়ের সবচেয়ে গুরুতর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রশ্নে বিশ্ব সংস্থাগুলো কার্যত ব্যর্থ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। খারাপ লাগার বিষয়, বৈশ্বিক ক্রান্তিকাল নিয়ে সংস্থাগুলোর যেন কোনো ভাবান্তর নেই! আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে যেন। এর ফলে যে পুরো সিস্টেমই ভেঙে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে, তা-ও সম্ভবত অনুধাবন করছে না বৃহত্ প্রতিষ্ঠানগুলো। এভাবে চলতে থাকলে তো বিশ্ব একসময়কার সাম্রাজ্যের যুগে ফিরে যাবে, যা নিয়ে আশঙ্কার কথা ওঠে বারবার! সত্যি সত্যিই যদি তেমনটা ঘটে, তাহলে আমাদের প্রত্যেককেই যে বেশ ভুগতে হবে, তা কি আমরা ভুলে যাচ্ছি?

আমি জানি, নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় 'সুস্থ ধারা' কীভাবে ও কখন ফিরে আসবে, তার দিকে চেয়ে আছে সারা বিশ্বের মানুষ। দুঃখজনকভাবে এ নিয়ে বিশ্ব নেতৃত্ব তেমন একটা ভাবছে বলে অন্তত আমার মনে হয় না। প্রায়ই হতাশার সুর আসে আমার কানে। কিছু ক্ষেত্রে ব্যর্থতা আসবেই, কিন্তু একবার ব্যর্থ হলে যে আবারও ব্যর্থতা আসবে, তেমন তো নয়। সত্যি বলতে, আমাদের চিন্তাভাবনায় মৌলিক পরিবর্তন দরকার।

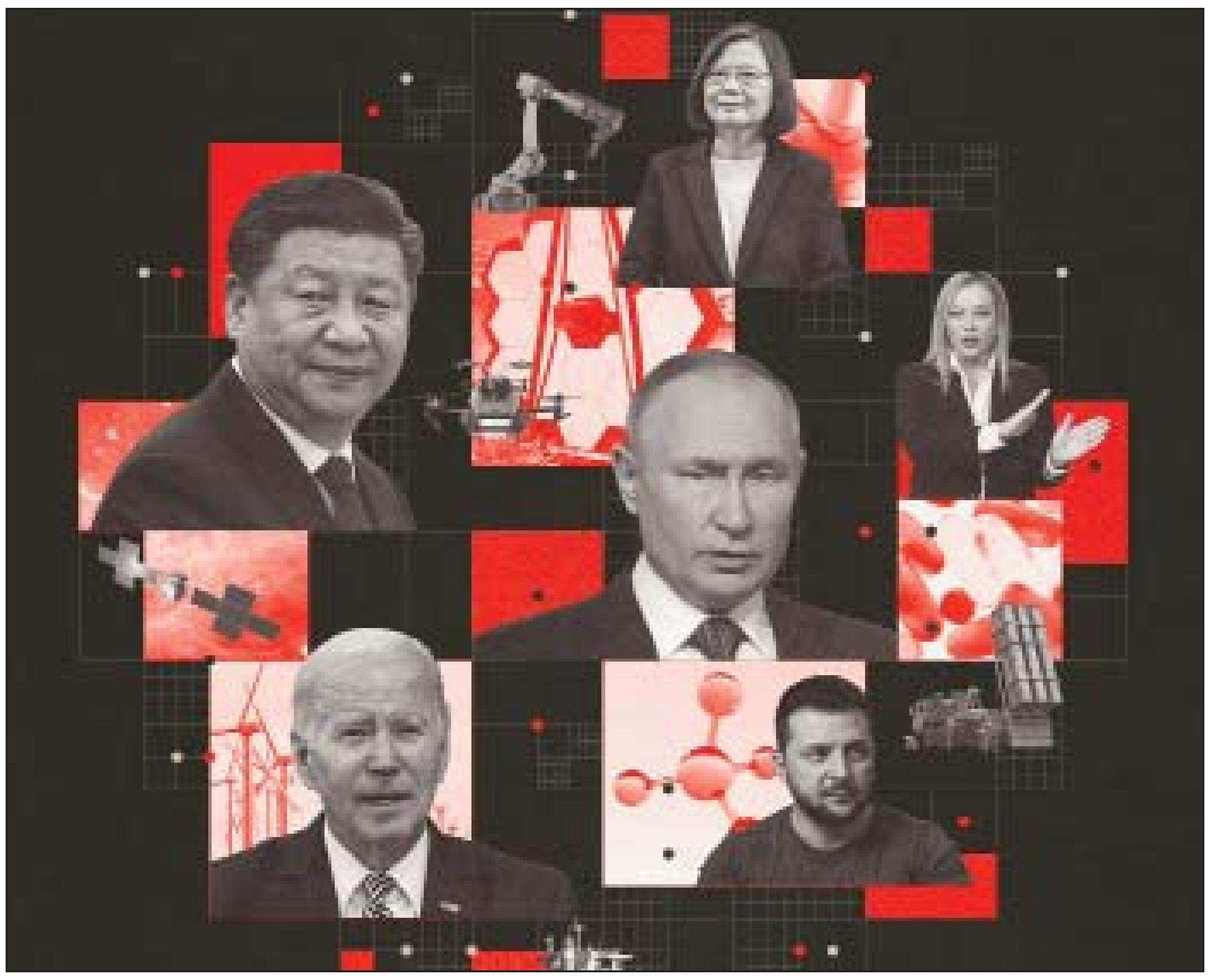

আমরা সম্ভবত ভুলে যাচ্ছি, ইউক্রেনে রাশিয়ার চলমান ও বর্বরোচিত যুদ্ধ কেবল সিস্টেমই ভেঙে দেয়নি; বরং বলতে হয়, সিস্টেমের অযাচিত নিয়মনীতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি কাজে লাগিয়ে ফায়দা হাসিল করছে বিভিন্ন পক্ষ। এভাবে চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত সিস্টেম টিকিয়ে রাখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে সবাই। অর্থাত্, একটি নিয়মভিত্তিক ব্যবস্থাকে বাঁচাতে আমাদের অনেক কিছু করার আছে।

আজ আমাদের স্বীকার করা উচিত, অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল ছিল আমাদের। ভুল হচ্ছে এখনো। অতীতে আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন অংশ জুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশায় মত্ত শিকারিরা কী সব কীর্তিকলাপ চালায়, তা কি আমরা ভুলে গেলাম? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কথা মনে পড়ে? পূর্ব ইউরোপের ছোট দেশগুলোকে কবজা করে নিজেদের 'প্রভাববলয়' বানাতে মরিয়া চেষ্টা চালানো হয়। যারা রাজী হয়নি, তাদের ওপর চালানো হয় ভয়ংকর আগ্রাসন।

প্রায়ই মনে পড়ে সোভিয়েত জামানার দিনগুলোর কথা। সেই আমলের মানুষ হিসেবে আমি বেশ ভালোমতোই বুঝতে পারি, কীভাবে কাটে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মানুষের জীবন। নিজের ও চারপাশের জীবন বিষিয়ে উঠলে কেমন লাগে, তা কেবল ভুক্তভোগীই অনুধাবন করতে পারবে। আমাদের নিয়মভিত্তিক জগতের আসল ধারাবাহিক গল্প এটাই যে, বৃহত্ শক্তিগুলোর রাজনীতির হাত ধরেই পৃথিবীতে নেমে আসে যত দুর্দশা ও ধ্বংসযজ্ঞ। প্রশ্ন হলো, এ থেকে উত্তরণের উপায় কী? এক্ষেত্রে আমার পক্ষ থেকে কিছু পরামর্শ রইল–

প্রথমত, আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ছোট-বড় সবার কথা বলার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা জরুরি। এর মধ্য দিয়ে আমরা 'ভালো কিছু অর্জনের জন্য' বৃহত্ শক্তিগুলোর রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকার অবকাশ পেতে পারি। এই অপরাজনীতির অবসান ঘটাতে পারি। সত্যিকার অর্থেই আমাদের এমন একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে, যা আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের ভূমিকা পালন করবে। কাজ করে যেতে হবে ক্ষুধা-দারিদ্র্য, রোগব্যাধি ও জলবায়ু সংকট মোকাবিলার মতো সংকটগুলো নিয়েও। শুধু কথায় নয়, কাজ করে দেখানো চাই। এস্তোনিয়া সেই পথেই হাঁটছে। বিশ্বকে স্বাধীনতা ও শান্তির উপযোগী করে তোলার বিষয়ে ইতিমধ্যে এক বিশেষ বৈশ্বিক উদ্যোগও হাতে নিয়েছে তাল্লিন।

> সময়ের সবচেয়ে গুরুতর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রশ্নে বিশ্ব সংস্থাগুলো কার্যত ব্যর্থ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। খারাপ লাগার বিষয়, বৈশ্বিক ক্রান্তিকাল নিয়ে সংস্থাগুলোর যেন কোনো ভাবান্তর নেই! আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে যেন। এর ফলে যে পুরো সিস্টেমই ভেঙে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে, তা-ও সম্ভবত অনুধাবন করছে না বৃহত্ প্রতিষ্ঠানগুলো। এভাবে চলতে থাকলে তো বিশ্ব একসময়কার সাম্রাজ্যের যুগে ফিরে যাবে, যা নিয়ে আশঙ্কার কথা ওঠে বারবার! সত্যি সত্যিই যদি তেমনটা ঘটে, তাহলে আমাদের প্রত্যেককেই যে বেশ ভুগতে হবে, তা কি আমরা ভুলে যাচ্ছি?

দ্বিতীয়ত, আমার স্পষ্ট কথা–সবার আগে আমাদের অবশ্যই আন্তর্জাতিক নিয়মভিত্তিক আদেশের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো স্বীকার করে নিতে হবে। বৈশ্বিক নিয়মকানুন আরো শক্তিশালী করতে উদ্যোগী হতে হবে। এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যা ২১ শতকের বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়। এক্ষেত্রে সবার আগে জরুরি 'জাতিসংঘের সংস্কার'। আধুনিক বিশ্বকে শক্ত খুঁটির ওপর দাঁড় করাতে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধিও সময়ের দাবি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মনে করিয়ে দিতে হয়, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এই সংস্থার দায়িত্ব 'প্রাথমিক'; তবে তা কোনোভাবেই 'একচেটিয়া বা একতরফা' নয়। এই অবস্থায় বিশ্বকে অবশ্যই 'বিতর্কিত' ভেটো ব্যবহারকারীদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের আসলেই আরো বেশি সৃজনশীল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে হবে।

আমরা দেখে আসছি, নিরাপত্তা পরিষদের কোনো কোনো স্থায়ী সদস্য জাতিসংঘ সনদকে পদদলিত করে। এই অবস্থায় একটি কোর গ্রুপ গঠনের প্রস্তাব জানাই আমরা।

ইউক্রেন যুদ্ধের কথা যদি ধরা হয়, তবে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কড়া জবাব দিতে সাধারণ পরিষদকে নেতৃত্ব দিতে হবে। আগ্রাসনের অপরাধের বিচার করার জন্য 'বিশেষ ট্রাইব্যুনাল' গঠন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের স্বীকার করতে হবে, যেসব দেশ অন্য দেশের প্রতি আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করে, সেই সব দেশে অভ্যন্তরীণ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে। এক্ষেত্রে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রচারকে বৈশ্বিক নিরাপত্তানীতির স্বাভাবিক অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে হতে হবে। তা না হলে বৈশ্বিক ব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতা তৈরি হতে পারে। সুতরাং, সহিংসতা থেকে মানুষকে সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নারী ও শিশু, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু, উদ্বাস্তু ও অভিবাসী, লেসবিয়ান, গে ও উভকামী এবং ট্রান্সজেন্ডারের মতো প্রান্তিক ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্যও এটা অপরিহার্য। বাকস্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্নেও–যার মধ্যে মিডিয়ার স্বাধীনতা ও ইন্টারনেটের স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত–একই কথা প্রযোজ্য।

তৃতীয়ত, বিশ্বকে স্বাধীনতার উপযোগী করে তুলতে আমাদের অবশ্যই আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্তিমূলক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বিশ্বের ছোট ছোট রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজকে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ করে দিতে হবে। কারণ, ঐতিহ্যগতভাবে বড় রাষ্ট্র ও ব্লক দ্বারা তারা যেন নিয়ন্ত্রিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। কোনোভাবেই ভুলে যাওয়া যাবে না, আমরা এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত পার করছি।

বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে–এমন নিশ্চয়তাও নেই। তবে আশার কথা হলো, বিশ্ব যতই চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠুক না কেন, মনে রাখবেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে অন্ধকার দিনগুলোতেও নিয়মভিত্তিক বিশ্বের অবস্থা বর্তমান সময়ের মতো ছিল। আমাদের মনে রাখা জরুরি, ১৯৪১ সালের এক বসন্তে প্রায় সমগ্র ইউরোপ সর্বগ্রাসী শক্তির হাতে নিপতিত হয়েছিল। সে সময় দখলকৃত ও মিত্র দেশগুলোর প্রতিনিধিরা বোমা বিস্ফোরিত লন্ডনে জড়ো হয়ে এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছায় যে, 'সামরিক বিজয়ের চেয়ে সৃজনশীল কিছু করার মধ্য দিয়ে বিজয়লাভের মধ্যেই প্রকৃত স্বার্থকতা নিহিত।' এই লক্ষ্যে যে কথোপকথন শুরু হয়, তার ফলে বিশ্ব গতিশীল হয়, গড়ে ওঠে জাতিসংঘের মতো বিশ্বপ্রতিষ্ঠান। সুতরাং, আজকের দিনে নতুন করে 'কথোপকথন' শুরু করা অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। সত্যি বলতে, ঐকমত্যে পৌঁছানোর কোনো বিকল্প নেই।

লেখক: এস্তোনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী
দ্য গার্ডিয়ান থেকে অনুবাদ:

হুথির ড্রোন হামলায় চুপ থেকে নিজের বিপদ ডেকে আনছেন বাইডেন

স্টিফেন ব্রায়েন

১৬ ডিসেম্বর ইয়েমেনের হুথিরা একগুচ্ছ ড্রোন দিয়ে হামলা চালায়। যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস কার্নি সব ড্রোনই গুলি করে বিধ্বস্ত করে। খবরে প্রকাশ, ১৪টি ড্রোন দিয়ে এ হামলা চালানো হয়েছিল। সেন্টকম বা ইউনাইটেড স্টেটস সেন্ট্রাল কমান্ড এ হামলার বিষয়টি স্বীকার করলেও তারা এ বিষয়ে কিছু বলেনি যে ড্রোনগুলোর লক্ষ্যবস্তু ইউএসএস কার্নি ছিল কি না।

হামলায় ব্যবহৃত ড্রোনগুলোর মডেল কী ছিল, সে বিষয়েও কিছু জানায়নি সেন্টকম। কিন্তু সেগুলো ইরানের শাহেদ-১৩৬ মডেলের ড্রোন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। একই ধরনের ড্রোন রাশিয়াকে দিয়েছে ইরানিরা। এখন এই মডেলের ড্রোন রাশিয়াতেই তৈরি হচ্ছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে গেরান-২। রাশিয়ার তৈরি করা এই ড্রোনগুলো এক হাজার মাইল পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুতে গিয়ে আঘাত হানতে সক্ষম। এগুলো ৫০ কেজি পর্যন্ত বিস্ফোরক বহন করতে পারে।

হুথি বিদ্রোহী শাহেদ ড্রোনের মূল যে ধরন ব্যবহার করেছে, তাতে কোনো ক্যামেরা ছিল না। হয় স্থলভাগ থেকে পরিচালকেরা ড্রোনগুলোর গতিপথ ঠিক করেছেন অথবা আগে থেকে নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তুর দিকে পরিচালিত করার জন্য জিপিএস প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়েছে।

চলাচলের মধ্যে থাকে, এমন কোনো লক্ষ্যবস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কোনো কাজে আসে না। ধারণা করা যায় যে হুথিরা স্থল থেকেই ড্রোনগুলো লক্ষ্যবস্তুর দিকে পরিচালিত করেছে। এ ছাড়া ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট ব্যবহার করে লোহিত সাগরে জাহাজ আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে হুথিরা।

পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে আন্তর্জাতিক জাহাজ কোম্পানিগুলো লোহিত সাগর রুটে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। সুয়েজ খাল দিয়ে তারা আর জাহাজ পাঠাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হুথিরা এ ধরনের ভয়াবহ হামলা করার পরও বাইডেন প্রশাসন অবিচলভাবে হুথির সামরিক স্থাপনা, কমান্ড সেন্টার কিংবা ড্রোন উৎক্ষেপণস্থলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে। একমাত্র যে পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা নিয়েছে, সেটা হলো হুথি বিদ্রোহীদের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট তারা আকাশেই ধ্বংস করে দিয়েছে কিংবা ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। আন্তর্জাতিক নৌপথের নিরাপত্তাসংক্রান্ত যে বিধিবিধান, সেটা ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্ররা এ কাজ করতে পেরেছে। হুথিরা এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিক জাহাজ ও কনটেইনারবাহী জাহাজে হামলা চালিয়েছে। এখন পর্যন্ত এসব হামলায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু কয়েকটি জাহাজ এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে সেগুলো মেরামতের জন্য পার্শ্ববর্তী কোনো বন্ধুদেশের বন্দরে ভেড়াতে হয়েছে।

যাহোক, হুথিরা তাদের অস্ত্রভান্ডারের মজুত নতুন করে বাড়িয়েছে, এমন খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু হামাস ও ইসলামিক জিহাদের মতোই হুথিদেরও হাজারো ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে রেখেছে ইরান। ফলে হুথিদের ভান্ডারে থাকা ড্রোন শিগগিরই ফুরিয়ে যাবে, সেটা মনে করা ঠিক হবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থান হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যে যেন বড় পরিসরে যুদ্ধ ছড়িয়ে না পড়ে। কিন্তু হুথিদের এই হামলার গভীর প্রভাব রয়েছে। সিরিয়া ও ইরাকের সশস্ত্র গোষ্ঠী যে হামলা করছে তার প্রভাবও সুদূরপ্রসারী।

১৭ অক্টোবর শুরু হয়ে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইরাক ও সিরিয়ায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের (দূতাবাসসহ) স্থাপনাগুলোতে ৯৮ বার (ইরাকে ৪৬ বার ও সিরিয়ায় ৫৬ বার) ড্রোন ও স্বল্পপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে। কিন্তু এসব হামলায় প্রত্যুত্তরে খুব কমই পদক্ষেপ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। যদিও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ঘাঁটিতে অবস্থানরত মার্কিন বাহিনীর এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু করার সামর্থ্য রয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে এসব হুমকির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যদি কোনো ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে দুটি ঘটনা ঘটতে পারে। প্রথমত, ভবিষ্যতে তারা আরও ভয়াবহ হামলা চালাতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোনো প্রতিশোধ নেওয়া হবে না, এই ভেবে তারা নিরাপদ বোধ করতে পারে। এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায়, যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে সিরিয়া, ইরাক ও লোহিত সাগরে এ ধরনের আরও হামলা চালাতে উৎসাহিত করছে। সেন্টকম এটা স্পষ্ট করেছে যে, এই হামলার পেছনে ইরান রয়েছে। তেহরান এ কাজে তাদের প্রক্সি যোদ্ধাদের অস্ত্রের জোগান দিয়ে চলেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ইরানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র এ থেকে সরে আসার জন্য কড়া কোনো দাবি জানায়নি। প্রকৃতপক্ষে, এসব হামলার ঘটনা যখন ঘটছে, তখন বাইডেন প্রশাসন ইরানের কয়েক বিলিয়ন ডলার ছাড় করে দিচ্ছে।

বেয়াড়াপনার শাস্তি হিসেবে ইরানের অনেক সম্পত্তিতে লক্ষ্যবস্তু করার সুযোগ থাকার পরও যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত সেটা করেনি।

এদিকে ১৮ ডিসেম্বর প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন ও জয়েন্ট চিফস চেয়ারম্যান সি কিউ ব্রাউন ইসরায়েলে গিয়ে ইসরায়েলিদের বোঝাতে চেষ্টা করেছে, তারা যেন গাজা অভিযানের রাশ ব্যাপকভাবে টেনে ধরে। এর বড় কারণ হলো, ওয়াশিংটন চায় ইরানের সঙ্গে বড় পরিসরে যুদ্ধ এড়াতে।

হুথির হামলা নিয়ে বাইডেন প্রশাসনের বেশির ভাগ সমালোচক চুপ করে আছেন। এর কারণ হলো, এখন পর্যন্ত হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু সে রকম কোনো বিপর্যয় হলে পুরো হাওয়াই বদলে যাবে।

স্টিফেন ব্রায়েন, সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসি অ্যান্ড ইয়র্কটাউন ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো
এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

শিক্ষিকাকে ডেকে দরজা বন্ধ করে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: শিক্ষিকাকে ডেকে দরজা বন্ধ করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ। ঘটনার জেরে ওই ঘরেই অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারান শিক্ষিকা। মালদার চাঁচলের খরবা এগ্রিল হাই স্কুলে ঘটনা। শিক্ষিকাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে তাকে চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। আপাতত সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন শিক্ষিকা। স্কুলের প্রধান শিক্ষকেরর নেতৃত্বে পরিচালন সমিতির কয়েকজনকে নিয়ে ওই নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। শনিবার দুপুরে এ নিয়ে চাঁচল থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন ওই শিক্ষিকার স্বামী। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। যদিও ওই হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শেখ হোসেন আলি সমস্ত অভিযোগ সাজানো বলে দাবি করেছেন।তিনি বলে আমি সেসময় স্কুলে ছিলাম না,নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম।এই ধরনের ঘটনাটি ঘটেনি স্কুলে। যদিও ওই স্কুলের আরেক শিক্ষিকা রুমানা বলেন, ম্যাডামকে একায় নিয়ে গিয়ে বৈঠক করা হচ্ছিল। কোনো শিক্ষিকা ছিলনা সেখানে।বাইরে থেকে দফায় দফায় চিৎকার শুনি। পরে ম্যাডাম কাঁপতে কাঁপতে বৈঠক রুম থেকে বেরিয়ে আসে এবং জ্ঞান হারায়। আমরা চেঙদোলা করে টোটোতে উঠিয়ে খরবা প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।

রাসবিহারী ঘোষের স্মরণে সাংস্কৃতিক ও কৃষি মেলার উদ্বোধন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: আইন জগতের প্রবাদ পুরুষ, দানবীর দুইবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ‘স্যার’ রাসবিহারী ঘোষের জন্মদিন উপলক্ষে শনিবার ২৩ ডিসেম্বর পুর্ব বর্ধমানের খন্ডঘোষ ব্লকের তোড়কোনায় সংস্কৃতিক ও কৃষি মেলা উদ্বোধন হলো ।শনিবার দুপুর নাগাদ স্যার রাসবিহারী ঘোষের প্রতিকৃতি সঙ্গে নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির মাধ্যমে গোটা তোড়কোনা গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী কচি-কাচা সহ সকলের ধ্বনিতে উচ্চারিত হয় “স্যার রাসবিহারী ঘোষ তোমায় আমরা ভুলছিনা ভুলবো না। দানবীর স্যার রাসবিহারী ঘোষ অমর রহে”। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ছিলো আদিবাসী নৃত্য, রনপা, ব্যান্ড, ঢাক সহ আরও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র। ফিতে কেটে,স্যার রাসবিহারী ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রাম উন্নয়ন ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, বিশিস্ট চলচ্চিত্র শিল্পী চুমকি চৌধুরী।
স্যার রাসবিহারী ঘোষ স্মরণে ১৭৯তম জন্মদিন উপলক্ষে হাজির হয়েছিলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ এর প্রোপুত্র চন্দ্রচূড় ঘোষ,জামালপুর বিধানসভার বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, রায়না বিধানসভার বিধায়ক সম্পা ধারা,খন্ডঘোষ থানার ওসি রাজেশ মাহাতো,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর সফিকুল ইসলাম ,সারা গ্রুপ ওফ এডুকেশনের কর্ণধার সফিকুল ইসলাম ,শ্যামসুন্দর সেন সহ রাসবিহারী ঘোষ প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক গণ সহ অন্যান্যরা।স্যার রাসবিহারী ঘোষ এর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে মঞ্চে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন হয়।মেলা উপলক্ষ্যে ৬দিন ধরে চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কৃষি মেলা।এলাকার ১০ জন চাষীকে পুরস্কৃত করা হবে মেলা কমিটির পক্ষ থেকে।

মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন এই মহান মনের মানুষটি ওনার উপার্জিত টাকা রাজ্য সহ রাজ্যের বাইরেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে দু হস্তে দান করেছিলেন।এলাকার মানুষদের শিক্ষার জন্য বাবার নামাঙ্কিত জগবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইংরেজির ১৮৯৪ সালে যা গর্বের বিষয় ।

করিমপুরে লিটল ম্যাগাজিন মেলা

মিলটন মণ্ডল ● করিমপুর

আপনজন: নদিয়ায় করিমপুর লিটিল ম্যাগাজিন মেলা ও শিল্প উৎসব শুরু হলো শুক্রবার, চলবে আগামী ছাব্বিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এ বছর চতুর্থ বর্ষে পা দিলো এই উৎসব। শুক্রবার করিমপুর বাজার পরিক্রমা করে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে এই উৎসবের সূচনা করেন উদ্যোক্তারা। এই উৎসবে বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিন, প্রকাশনী সংস্থা ও হস্তশিল্পের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এছাড়াও রাজ্য ও অঙ্গরাজ্যের পত্র-পত্রিকার স্টলও বসে করিমপুর লিটিল ম্যাগাজিন মেলা ও শিল্প উৎসব প্রাঙ্গণে। এই উৎসব মেলায় মানুষের উন্মাদনা থাকে চোখে পড়ার মতো।

আবাস প্রকল্পের বাড়ি তৈরি ঘিরে গন্ডগোলের জেরে জোড়া খুন

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আবাস প্রকল্পে গড়া বাড়িকে ঘিরে গন্ডগোলের জেরে জোড়া খুন বাঁকুড়ায়। অবশেষে আদালতের নির্দেশে আবাস প্রকল্পে গড়া বিতর্কিত বাড়ি ভাঙার কাজে হাত লাগাল পুরসভা ।
আবাস প্রকল্পে নির্মীয়মান বাড়িকে ঘিরেই শুরু হয়েছিল প্রতিবেশীর সঙ্গে গন্ডগোল। যে গন্ডগোল গড়িয়েছিল আদালতে। আদালত নির্দেশ দিয়েছিল আবাস প্রকল্পে তৈরী বাড়ি ভেঙে ফেলতে হবে। সেই রাগেই চড়াও হয়ে প্রতিবেশী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও তাঁর ছেলেকে কুপিয়ে খুন করে উপভোক্তা। দীর্ঘ সময় পর আদালতের নির্দেশে আবাস প্রকল্পের সেই বাড়ি ভাঙার কাজে হাত লাগাল বাঁকুড়া পুরসভা। আর এই ঘটনাতেই ফের একবার উঠে এল আবাস প্রকল্প নিয়ে বাঁকুড়া পুরসভার বেনিয়মের ছবি।
আবাস প্রকল্প নিয়ে এ রাজ্যে বেনিয়মের ছবি নতুন নয়। তবে সম্প্রতি বাঁকুড়া শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনচটি এলাকায় জোড়া খুনের ঘটনার পর আবাস প্রকল্পে যে বেনিয়মের ছবি উঠে আসে তাতে রীতিমত অস্বস্তিতে পড়তে হয় বাঁকুড়া পুরসভাকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে নতুনচটি এলাকায় আবাস প্রকল্পে বাড়ি নির্মাণকে কেন্দ্র করে উপভোক্তা পিন্টু রুইদাসের সঙ্গে বিবাদ বাধে প্রতিবেশী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মথুরামোহন দত্তর। অভিযোগ ওঠে মথুরামোহন দত্তর জায়গার একাংশ দখল করে আবাস প্রকল্পে বাড়ি তৈরী করছিল উপভোক্তা পিন্টু রুইদাস। দুই প্রতিবেশীর বিবাদ গড়ায় আদালতে। গত ১৬ অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্ট আবাস প্রকল্পে নির্মীয়মান বাড়িটি অবৈধ ঘোষণা করে দ্রুত সেই বাড়িটি ভেঙে ফেলার জন্য বাঁকুড়া পুরসভাকে নির্দেশ দেয়। এরপরই উপভোক্তা পিন্টু রুইদাসের যাবতীয় রাগ গিয়ে পড়ে প্রতিবেশী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মথুরামোহন দত্তর উপর। গত ৩ ডিসেম্বর সেই রাগে উপভোক্তা পিন্টু রুইদাস ও তার পরিবার হামলা চালায় প্রতিবেশী মথুরামোহন দত্ত ও তার ছেলে শ্রীধর দত্তর উপর। ধারালো অস্ত্রের কোপে মৃত্যু হয় মথুরামোহন দত্ত ও শ্রীধর দত্তর। বাঁকুড়া শহরে এই জোড়া খুনের ঘটনার পর আসরে নামে বিরোধী দলগুলি। আবাস প্রকল্পে পুরসভার বিরুদ্ধে স্বজন পোষণ ও নজরদারির অভাবের অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামে বাম ও বিজেপি। প্রবল অস্বস্তি ও চাপের মুখে পড়ে বাঁকুড়া পুরসভা শেষ পর্যন্ত আজ আবাস প্রকল্পে নির্মীয়মান বিতর্কিত বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করে। পুরসভা বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। গোটা ঘটনার জন্য আবাস প্রকল্পে পুরসভার বেনিয়মকেই দুষেছে বিরোধীরা। দায় এড়িয়েছে বাঁকুড়া পুরসভা।

ভাঙড় কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ‘শর্ট ড্রেস’ পরা শিল্পী নিয়ে বিতর্ক

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: শর্ট ড্রেস পরে মঞ্চ প্রদর্শন মহিলা শিল্পীদের, পুরুষ শিল্পীকে উন্মত্ত দর্শকের ঢিল, বিশৃঙ্খলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ে কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন ‘পোশাকে’ নাচ-গান ও শিল্পীকে লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ার ঘটনার নিন্দা করেছে বিরোধী দলের নেতা থেকে এলাকার মানুষ। এবছর ২ দিনের বার্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ২০ ও ২১ ডিসেম্বর ২০২৩, বুধবার ও বৃহস্পতিবার। অনুষ্ঠানে কয়েকজন মহিলা শিল্পীকে শর্ট ড্রেসে মঞ্চ প্রদর্শন করতে দেখা যায়। অপরদিকে আলবার্টো কাবো নামের এক পুরুষ শিল্পীকে উন্মত্ত দর্শকরা ঢিল ছুড়ে মারেন বলে অভিযোগ।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরণের শর্ট ড্রেসে মঞ্চ প্রর্দশন ও ডিজে সাউন্ড বাজিয়ে নাচ-গানের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিরোধী দলের নেতা ও এলাকার বাসিন্দারা।
সিপিআইএম নেতা তুষার ঘোষ বলেন, “তৃণমূল কংগ্রেস দলটা ভোগবাদী দল। এরা ভোগবাদী সংস্কৃতি বহণ করে বেড়াচ্ছে। দূর্নীতি এবং ভোগবাদ এদের আচ্ছন্ন করেছে। কলেজের মতো একটা প্রতিষ্ঠানে এই অশ্লীলতা এনেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।” তিনি প্রশ্ন তুলে আরও বলেন, কয়েক মাস আগে রাজনৈতিক হিংসায় কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। কয়েকজন তৃণমূল কর্মীও মারা যান। সেখানে এতো আনন্দ আয়োজন কিভাবে করে তৃণমূল বা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ!
জনসেবা ফাউন্ডেশন -এর সম্পাদক আরিফ মহম্মদ মালি বলেন, “ভাঙড় কলেজের বাৎসরিক অনুষ্ঠান “আনন্দ লহরিতে” যে অপসংস্কৃতি, অশ্লীলতা, উদ্যমতা ধরা পড়েছে তা ভাঙড়ের শিক্ষিত, সংস্কৃত মনস্ক মানুষের হৃদয়ে আঘাত হেনেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের অনুষ্ঠান অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।” ভাঙড় আছে ভাঙড়েই ফেসবুক গ্রুপের কর্ণধার সমাজকর্মী ইন্তিয়াজ মোল্লা বলেন, “নামি শিল্পীর উদ্দেশ্যে দর্শকদের যে ঢিল মারা, এটা কোথাও যেনো ওই ঢিল টাই ঘুরে এসে লাগলো কলেজ কর্তৃপক্ষের উপর।”
বিশৃঙ্খলা ও অশ্লীল পোশাক নিয়ে বিতর্কের বিষয়ে ভাঙড় মহাবিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি কাইজার আহমেদের নিকটে আপনজন প্রতিনিধির পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হননি। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বীরবিক্রম রায়ের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয় আপনজনের পক্ষ থেকে। তিনি পারিবারিক কাজে রয়েছেন, এই কারণ দেখিয়ে প্রতিক্রিয়া দেননি।

হরিশ্চন্দ্রপুরের ডাহুয়ায় নতুন মিশনের উদ্বোধন

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এক বেসরকারি মিশনের শুভ উদ্বোধন হল শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নং ব্লকের ডাহুয়া গ্রামে। এদিন ফিতা কেটে মিশনের শুভ উদ্বোধন করেন সামসী কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তথা কবি,সাহিত্যিক ও নাট্যকার ড.মনোজ ভোজ ও ইন্দ্রজিত বিশ্বাস।ওই মিশনের এক কর্ণধার মহম্মদ নবাব সিরাজউদ্দৌলা জানান,এই এলাকায় সেইরকম কোনো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকার কারণে গ্রামাঞ্চলের শিশুদের দূরদূরান্তে পড়তে যেতে হত।এতে অনেক শিশু শিক্ষার জগৎ থেকে সরে গিয়ে শিশু শ্রমে যোগদান করত।চোখের সামনে ভালো ভালো প্রতিভাবান শিশুরা নষ্ট হয়ে যেত।তাই গ্রামাঞ্চলের শিশুদের কথা ভেবে ‘ডাহুয়া শিশু শিক্ষা নিকেতন ‘নামে এক মিশনের শুভ উদ্বোধন করা হল এদিন।এল কে জি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত এই মিশনে পঠনপাঠনের সুব্যবস্থা রয়েছে।মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি, আরবি ও ইংরেজি ভাষাতেও জোর দেওয়া হবে।শিশুদের পঠনপাঠনের মানোন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে কারিগরি প্রশিক্ষণের ভাবনা চিন্তা রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা এম ওয়াহেদুর রহমান জানান, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় এলাকার মানুষজন খুব খুশি।শিশুদের পড়াশোনার জন্য একটা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এই মিশন।

ইংলিশ স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান

মনজুর আলম গাজী ● উস্তি

আপনজন: প্যারামাউন্ট ইংলিশ স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উস্তি থানার সন্নিকটে প্যারামাউন্ট ইংলিশ স্কুলের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। CBSC বোর্ডের মোট ১৫০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৬০ জন প্রতিযোগী এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানের থিম ছিল “বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য”। নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।
স্কুলের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়ও এদিনে। স্কুলের প্রিন্সিপাল সাজিয়া আদনান বলেন, ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বসবাস তা সত্ত্বেও আমরা সবাই একসঙ্গে বসবাস করি। কোন ভেদাভেদ নেই, ধর্মকে সম্মান করতে শিখতে হবে, সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে উঠবে ঐক্য।
একে অপরের প্রতি সম্মান, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে হবে সমাজ পরিবর্তন।

কিষান মান্ডিতে ধান কেনাকে কেন্দ্র করে বচসা চরমে উঠল

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: ধান কেনাকে কেন্দ্র করে চাষীদের সঙ্গে সরকারি এবং মিল মালিকদের সঙ্গে বচসা চরমে উঠলো। শনিবার দুপুরের ঘটনাটি ঘটেছে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের কিষাণ মান্ডিতে। মিল মালিক চাষীদের ধানের মান দেখে ধানের ঢলতা বেশি পরিমাণ চাইছেন বলে দাবি করে। কিন্তু চাষিরা দাবি করে মিল মালিক অতিরিক্ত পরিমাণে ধান নিয়ে নিচ্ছেন। ধান খারাপের অজুহাত দেখিয়ে।
এই দুই পক্ষের বচসা এবং লড়াইয়ের মাঝে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের বিডিও রজত রঞ্জন দাস সহ নলহাটি থানা লোহাপুর ফাঁড়ির পুলিশ এসে দু’পক্ষের মধ্যস্থতা করেন। তাতে ঠিক হয় ধানের মান দেখে ধান বিক্রি করবেন চাষিরা। উল্লেখ্য গত সপ্তাহে অকাল বৃষ্টির জেরে মাঠের পাকা ধানের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। ফলে বৃষ্টির জেরে ধানের রং নষ্ট হয়েছে।
মিল মালিকের দাবি চাষীদের প্রতি কুইন্টাল ধানে ৬৮ কেজি করে চাল মিল মালিকের কাছে সরকার বুঝে নেবে। কিন্তু চাষিরা ভিজে ভিজে ধান যেভাবে আনছে তাতে বেশি পরিমাণে চাল বেরোবে না। তাই অতিরিক্ত ধান চাইছেন মিল মালিক।
চাষীদের অভিযোগ ক’দিন আগে হওয়া অকাল বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে মিল মালিক প্রতি কুইন্টাল ধানে বেশি পরিমাণ ঢলতা নিচ্ছেন বলে দাবি করেন সেখ মহিউদ্দিন এবং সহিদুল হক।

কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে বামেদের ধিক্কার মিছিল

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: আর এস এস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকাররের সমস্ত রকম জনবিরোধী নীতি সহ বর্তমানে স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেভাবে একটি শীতকালীন অধিবেশনে ১৪৬ জন সাংসদকে বহিস্কার করেছে।অগণতান্ত্রিক ভাবে বহিস্কারের প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী প্রতিবাদ ধিক্কার মিছিল সংগঠিত হচ্ছে।সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার সিপিআইএম ময়ূরেশ্বর এক নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় মল্লারপুর বাজার এলাকায় এক ধিক্কার মিছিল বের হয়।সিপিআইএম নেতৃত্বের বক্তব্য যে,প্রতিবাদ কর্মসূচি ও ধিক্কার মিছিল থেকে একটাই দাবি অবিলম্বে স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি বন্ধ করতে হবে। এই দাবিকে সামনে রেখে গতকাল পার্টির পক্ষ থেকে দেশব্যাপী ধিক্কার মিছিল সংগঠিত হয়েছে। সেই কর্মসূচি আজকে ময়ূরেশ্বর এক নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মল্লারপুর বাজার এলাকায় সংগঠিত করা হয়।বাসিন্দা দীপেন রায় বলেন, মসজিদের সামনে এরকম আবর্জনার স্তূপ ও মূত্রত্যাগ কোনোমতেই কাম্য নয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও যুব সমাজের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: নদী, জলবায়ু পরিবর্তন ও যুব সমাজের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা পতিরামে। পতিরাম যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজের ভূগোল বিভাগের আয়োজনে সেমিনার হলে ‘নদী, জলবায়ু পরিবর্তন এবং যুব সমাজের ভূমিকা ‘ শীর্ষক আলোচনায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রীণম্যান পরিবেশবিদ তুহিন শুভ্র মণ্ডল। পাশাপাশি এই আলোচনায় আয়োজক ভূগোল বিভাগের অধ্যাপিকা প্রিয়াঙ্কা ঘোষ, প্রতীতি চৌধুরী, পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপিকা রিঙ্কি ঝাঁ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।
অন্যদিকে, আলোচনা সভায় ভূগোল বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলো পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা। জানা গিয়েছে, এদিনের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত রিসোর্স পার্সন দের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আত্রেয়ী নদীর সমস্যা, ইছামতি নদী, অন্য নদী গুলোর সমস্যা, জলবায়ুর অনিয়মিত পরিবর্তনে পরিবেশের অবনমন, জীববৈচিত্র্য হ্রাস ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে।

এবিষয়ে আলোচক তুহিন শুভ্র মণ্ডল বলেন ‘ শুধু নদী, উষ্ণতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি নয় সমাধানে একজন শিক্ষার্থী কি ভূমিকা পালন করতে পারে,হয়ে উঠতে পারে পরিবেশের বন্ধু সবুজ মিত্র সেই বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। ছাত্র ছাত্রীরা শপথ নেয় সবুজ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে।’

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পৌষ মেলার রুট ম্যাপের উদ্বোধন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে শান্তিনিকেতনে ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলা। আজ সন্ধ্যা ৬ টার সময় তার রুট ম্যাপ প্রকাশ করলো বীরভূম জেলা পুলিশের তরপ থেকে। পৌষমেলার পুলিশের স্টলে এই রুট ম্যাপ প্রকাশ করা হয়। আজ এই রুট ম্যাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও বস্ত্র কুটির শিল্প মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা ছিলেন বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ন মুখোপাধ্যায় সহ জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ এছাড়া আরও ছিলেন বোলপুর মুকুমা শাসক অয়ন নাথ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সাংসদ কাণ্ডের প্রতিবাদে মৌন মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির আহ্বানে তমলুকের বাঁসপুল থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের মৌন মিছিল।তৃণমূল সহ অন্যান্য দলের সাংসদ দের লোকসভা থেকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধেই এই মিছিল।মিছিলে হাঁটেন তমলুক সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অসিত ব্যানার্জি,চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মাইতি বিধায়ক সৌমেন কুমার মহাপাত্র, সেক আব্দুস সামাদ, মোতাহার মল্লিক, চঞ্চল খাঁড়া সহ অনেকেই।

মালদায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে ভাঙ্গন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির হাত ধরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান ৩৩ টি পরিবারের। শনিবার বিকেলে মালদহের বামনগোলা ব্লকের পাকুয়া বিএড কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় তৃণমূলের ব্লক স্তরের কর্মী সম্মেলন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী, বিধায়ক সমর মুখার্জি, জেলা পরিষদের কর্মদক্ষ পূর্ণিমা দাস বারই,জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিৎ মন্ডল ও জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশীষ কুন্ডু,বামনগোলা ব্লক সভাপতি অশোক সরকার আই এনটিটিইউসির সভাপতি শুভদীপ সান্যাল সহ অন্যান্য তৃণমূলের নেতৃত্বরা।
এদিনের যোগদান বিষয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, জেলা জুড়ে প্রচুর পরিমাণে দরখাস্ত জমা পড়েছে তৃণমূল দলে আসার জন্য। আজকে বামনগোলা ব্লকের দুটো পঞ্চায়েত থেকে সিপিআইএম এবং বিজেপি ও বিভিন্ন দল ছেড়ে ৩৩ টি পরিবার তৃণমূল দলে যোগদান করল। এই যোগদানের ধারা শুরু হয়ে গেছে জেলা জুড়ে, আমরা ধাপে ধাপে বাছাই করে যোগদান পর্ব করাচ্ছি।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি
- নিবন্ধ: গুগল থেকে অনলি ফ্যানস–সব সিইও কেন ভারতীয়
- অণুগল্প: হ্যাপি নিউ ইয়ার
- গল্প: বুলেট
- ছড়া-ছড়ি: বাবা মাকে বার্ধক্য দিও না!

ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি

কেন্দ্রের মসনদে দ্বিতীয়বারের মতো 'সম্রাটের' ভূমিকায় নরেন্দ্র মোদি। তার শাসনামলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি তলানিতে, বৃদ্ধি পেয়েছে বিদ্বেষের মাত্রা। যদিও নির্বাচনে ডাক দিয়েছিলেন 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'। বাস্তবে তার যথার্থ প্রতিফলন না ঘটলেও প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে নিজের ইমেজ তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছেন। তা নিয়ে আলোকপাত করেছেন **ড. দিলীপ মজুমদার।**

৯

হিন্দুত্বের রাজনীতির বিপণন

কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওএর শাসনকালে ধ্বংস হয়ে গেল বাবরি মসজিদ । ফলে মুম্বাই, সুরাট, আমদাবাদ, কানপুর, দিল্লি . ভোপালে শুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গায় ২০০০-এরও বেশি মানুষ নিহত হলেন। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে মুম্বাই দাঙ্গায় নিহত হলেন ৯০০ মানুষ। লিবেরহান কমিশন বাবরিকাণ্ডের জন্য দায়ি করেছিলেন আর এস এস, বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, ভারতীয় বিকাশ পরিষদ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ প্রভৃতি সংগঠনের কল্যাণ সিং, বিনয় কাটিয়ার,উমা ভারতী, বিজয়রাজ সিন্ধিয়া, স্বামী চিন্ময়ানন্দ, অনিল তিওয়ারি প্রভৃতি নেতাদের।

অযোধ্যা মামলার রায় বেরোয় ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর। ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে ২৮২ টি আসন লাভ করে। ২০১৯এর নির্বাচনে তারা লাভ করে ৩৩৬ টি আসন। বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই রায় দেওয়া হয়েছিল। এই রায়ের ফলে অযোধ্যায় রামজন্মভূমি তৈরি করার আর কোন বাধা রইল না। তাছাড়া এই মামলায় যে ৪৯ জন অভিযুক্ত ছিলেন আদালতের রায়ে তাঁরা বেকসুর খালাস হলেন।

রামজন্মভূমি আন্দোলন, বাবরি মসজিদ ধ্বংস,এবং শেষকালে আদালতের রায় হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিকে দিয়েছিল একটা শক্তভিত্তি।

এবারে আমরা যাব গুজরাটে। এই রাজ্যকে হিন্দুত্বের কারখানা বলতে ইচ্ছে করে। সেই কারখানায় হাত পাকিয়েছেন পরবর্তীকালের বিজেপির দুই নেতা নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শাহ। তাঁরা এই রাজ্যের ভূমিপুত্র। ২০০২ সালে এই রাজ্য মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিল। কিন্তু ২০০২ এর আগে ছিল সলতে পাকানোর পর্ব। 'উজানে' নামক ইতিহাস ও সমসজবিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা (প্রসঙ্গ: গুজরাট গণহত্যা) থেকে কিছু তথ্য সংকলন করেছি। সেগুলি তুলে ধরলাম:

১] ১৯৯৭-১৯৯৮ -এর আগস্ট: সেন্ট মেরিজ ও আই পি মিশন স্কল এবং ৪০ টি উপাসনাস্থল ও চার্চ আক্রমণ করা হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ স্যামুয়েল নামে এক মেথডিস্ট খ্রিস্টানের দেহ কবর খুঁড়ে বের করে।

২] বিজেপি নেতৃত্বাধীন গুজরাট সরকার আন্তধর্ম বিবাহের ব্যাপার নজর করার জন্য বিশেষ পুলিশ সেল গঠন করে। বিধানসভায় গৃহমন্ত্রী যুক্তি দেখান যে এ ধরনের বিবাহে স্বাধীন মতামতের বদলে হিন্দু মেয়েদের বলপূর্বক বিয়ে দেওয়া হয়। নারীদের উপর অত্যাচারের তদন্তকারী পুলিশ সেল ভেস্তে দেয়। ১৯৯৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর গাডভি গ্রামের চার্চ ও উপাসনা মন্দির আক্রমণ করা হয়। ২৭ ডিসেম্বর বরদেলি, সবেরপারা, গৌজেন, মূলচন্দ প্রভৃতি অঞ্চলের চার্চ ভেঙে দেওয়া হয়।

৩] ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ইনটেলিজেন্স) নির্দেশ দিলেন মুসলমান ও খ্রিস্টানদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে। প্রধম নির্দেশিকার একদিন পরে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় তাতে মুসলমান সম্প্রদায় সম্বন্ধে আক্রমণাত্মক উক্তি ছিল। ১৯৯৯ সালের ২১ ও ২২ জুলাই কার্গিলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি করা হয় সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা । কার্গিল যুদ্ধের মৃত সৈনিক মেহানিনগরের মুকেশ রাথোড়ের দেহ নিয়ে যে শহর পরিক্রমা হয় তাতে উপস্থিত ছিলেন হারীন পাঠক ও লালকৃষ্ণ আদবানি। এই প্রসঙ্গে দেওয়াল লিখন করা হয়: খুন কে তিলক করো, গলিয়োঁ সে আরতি, পুকারতি হ্যায় ইয়ে জমিন, পুকারতি মা ভারতী।

মুসলমান রেস্তোঁরা 'ভাগ্যোদয়ে' আগুন লাগান বজরং দলের দুই কর্মী। বিজেপি ও ভি এইচ পির সদস্যরা দাঙ্গা বাধায় দরিয়াপুর, ডাবগারওয়াদ, ভদিগাম, কাল্লুপুরে। বেশ কয়েকজন মুসলমানকে ছুরিকাহত করা হয়।

ধর্মান্তরিকরণের জন্য গুজরাট বিধান সভায় বিল আনা হয়

৪] ২০০০ সালের জানুয়ারিতে ৬ বার খ্রিস্টান স্কুলে আক্রমণ হয়। চার্চে জানালা-দরজা বন্ধ করে উপাসনা করা হয় আক্রমণকারীদের ভয়ে।

২০০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটা গোপন দলিল সংগৃহীত হয় গুজরাট থেকে। যে দলিলের মূল কথা: 'যেহেতু এখন আমাদের সরকার তাই ঠিক ঠিক সুবিধাগুলো এর থেকে নেওয়া দরকার এবং আমাদর কাজও এই সরকারকে দিয়ে করানো উচিৎ। ' এই সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমদাবাদের পালাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত বিশ্বকুঞ্জ সোসাইটির নির্মিত তুলসী অ্যাপার্টমেন্টের মুসলমান ঘরগুলিতে বিজেপির পূর প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে বোমা বর্ষণ করা হয় যাতে মুসলমানরা পালাড়ি অঞ্চলে না ঢুকতে পারে। মার্চ মাসে ইদ উৎসবের আগে গাভী নিরাপত্তা আইনের উপর জোর দেয়। আগস্ট মাসে সুরাট, আমদাবাদ, খের ব্রহ্ম, লাম্বাদিয়া, রাজকোট, মোদাসায় মুসমানদের সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়। ডিসেম্বরে শুরু হয় খ্রিস্টান বিদ্যালয়ের বাছাইকরণ অভিযান।

৫] ২০০১। সালের জানুয়ারিতে ভূমিকম্পের পর উদ্ধার ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে দেখা যায় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। এই মাসে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্দেশ দেয় যে প্রতিটি বিদ্যালয়কে আর এস এসের 'সাধনা' পত্রিকাটির গ্রাহক হতে হবে।

৬] ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে পাটনে জেলার চান্নাস্মার ৫৫০ জন মুসলমানকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করা হয়। মুসলমানদের মৃতদেহ কবর থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং কবরখানার জমি গেরুয়া পতাকা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়।

'উজানে' পত্রিকার একটি অধ্যায়ের নাম 'বিষ পুস্তিকা'। এই অধ্যায়ে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বেশ কিছু প্রচারপত্র বা পুস্তিকার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন:

১] বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য নেতা চিনুভাই এন. প্যাটেলের একটি চিঠি পুস্তিকাকারে ছাপা হয়েছে। সে পুস্তিকার প্রথমেই আছে : আপনার জীবন বিপন্ন ----যে কোন সময়ে আপনি খুন হতে পারেন
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন: 'অস্ত্র ধারণ করো এবং অধার্মিকদের হত্যা করো '
ভগবান আমাদেরও কিছু বলতে চান ....

২] 'একজন প্রকৃত হিন্দু দেশভক্ত' আর একটি পুস্তিকায় হিন্দুদের অনুরোধ করেছেন :
ক] কোন মুসলমান দোকানদারের কাছ থেকে কিছু কিনবেন না।
খ] মুসলমানদের কোন জিনিস বিক্রি করবেন না।
গ] ওই সব বিশ্বাসঘাতকদের হোটেল বা গ্যারাজ ব্যবহার করবেন না।
ঙ] মুসলমান হিরো-হিরোইনদের সিনেমা দেখবেন না।
চ] মুসলমানদের যেমন কোন কাজ দেবেন না, তেমনি তাদের কোন কাজ করবেন না।

৩] আর একটি পুস্তিকার শিরোনামে আছে: 'ওঠো–জাগো---ঐক্যবদ্ধ হও –ঢিলের বদলে পাটকেল নাও' । হিন্দুদের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে তাঁরা যেন রামনাম নিয়ে যেন সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন ; যে ভাবে বাবরি ধ্বাস করা হয়েছে সেভাবে জামালপুর,জ্বালাতে হবে, দরিয়াপুর খালি করতে হবে। এই পুস্তিকায় নরেন্দ্র মোদির প্রশস্তি করা হয়েছে এইভাবে :
"নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ। আপনাকে সেলাম। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের পর একজন হিরো জন্মেছে। গুজরাট গর্বিত। ভারতের গরিমা আপনার হাতের মুঠোয়।''

৪] আর একটি পুস্তিকার শিরোভাগে আছে:
শুধুমাত্র হিন্দু যুবাদের জন্য
বজরং দলকে ওদের তির ধনুক প্রস্তুত করতে দিন
যুদ্ধই একমাত্র মুক্তির পথ

৫] 'জেহাদ' নামে একটি পুস্তিকায় মুসলমানদের প্রতি অশ্লীল বিষোদগার করা হয়েছে ইংরেজি fuck শব্দটি ব্যবহার করে। "Wake up Hindus there are still Miyas left around you' ; " With a Hindu government the Hindus have the power to annihilate Miyas'.

৬] আর একটি পুস্তিকায় আর এস এস সদস্যদের কাছে স্থানীয় নেতাদের নির্দেশ:
ক] দিনে দুবার সকালে সন্ধ্যায় মন্দিরে যাও।
খ] নেতা যখন তোমাদের সাহায্য চাইবেন তখনই সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকো।
গ] যখন সেনা বাহিনী যাবে তখন বোমা নিষ্ক্রিয় করো।
ঘ] খাকি প্যান্ট আর সাদা সার্ট পরো, হাতে একটা দড়ি বাঁধো।
ঙ] সামনে থেকে নয় (মুসলমানদের) পেছন থেকে আক্রমণ করো।
চ] প্রতি সদস্য অন্তত একাধারে ১০জন লোকের সঙ্গে লড়াই করার প্রশিক্ষণ নেবে।
ছ] পুলিশকে সত্য পরিচয় দিও না।
জ] অস্ত্রশস্ত্রসহ পুলিশের হাতে পড়ো না।
ঝ] বেশির ভাগ রাতের দিকে আক্রমণ করো।

চলবে...

গুগল থেকে অনলি ফ্যানস
সব সিইও কেন ভারতীয়

ফৈয়াজ আহমেদ

বিশ্বের নামি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান বা বড় সংস্থাগুলোর বেশিরভাগেরই সিইও ভারতীয় বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি। আমেরিকার অন্যতম বড় প্রযুক্তি সংস্থা আইবিএমের কথাই ধরা যাক। ১৭৫টি দেশে ব্যবসা করা এই বহুজাতিক সংস্থা যার কথা শুনে কাজ করে, তিনি ভারতের আইআইটি কানপুরের ছাত্র। নাম অরবিন্দ কৃষ্ণা। বয়স ৬১। গত দু'দশক ধরে আইবিএমের সঙ্গে রয়েছেন তিনি। তার নিষ্ঠা এবং মেধা চিনতে দেরি করেনি আইবিএম। প্রাক্তন সিইও ভার্জিনিয়া রমেটিকে সরিয়ে তাকেই বেছে নেয় বহুজাতিক সংস্থা।

গুগল এলএলসি এবং অ্যালফাবেট আইএনসির সিইও-ও এক ভারতীয়।

তাকে আলাদা করে চেনানোর দরকার নেই, তিনি সুন্দর পিচাই। সাধারণ ম্যানেজমেন্ট এগজিউটিভ হিসেবে গুগলে এসেছিলেন খড়্গপুর আইআইটির ছাত্র সুন্দর। তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের এই যুবক অচিরেই তার গুণের সুবাদে জায়গা করে নেন শীর্ষ কর্তাদের মনে। ২০04 সালে গুগ্লে যোগ দেওয়ার ১৫ বছরের মাথায় ২০১৯ সালে গুগলের মূল সংস্থা অ্যালফাবেটের মাথায় বসানো হয় তাকে। তখন পিচাই সবে ৪৭ বছরের যুবক।

সাধারণ তেলেগু পরিবারে জন্ম সত্য নাদেলার। বয়স এখন ৫৬ বছর। প্রাথমিক পড়াশোনা হায়দরাবাদের কলেজে। পরে বিদেশি ডিগ্রি নিয়ে ১৯৯২ সালে মাইক্রোসফটে যোগ দেন নাদেলা। প্রথমে সার্ভার অ্যান্ড টুল বিভাগে কাজ করতে শুরু করেছিলেন। ধীরে ধীরে উন্নতি হয়।

তার নেতৃত্বে ক্লাউড কম্পিউটিং সংক্রান্ত কাজে যোগ দিয়ে বিপুল এগিয়ে যায় মাইক্রোসফট। সেই সত্যকেই বিশ্বের সর্ববৃহৎ কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম মাইক্রোসফটের মাথায় বসানো হয় ২০১৪ সালে। তার আগে স্টিভ বালমার ছিলেন মাইক্রোসফটের সিইও। পরে মাইক্রোসফটের এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যানও হন তিনি। ২০২১ সালে জন ডব্লু থম্পসন ছিলেন ওই পদে।

তাকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয় সত্যকে।

অ্যাডোব ইনকর্পোরেশনের সিইও শান্তনু নারায়ণও সত্যের মতোই হায়দরাবাদের সন্তান। অ্যাডোবে যোগ দেওয়ার আগে দীর্ঘদিন অ্যাপলে কাজ করেছেন শান্তনু। শোনা যায়, অ্যাপলেও শান্তনুর কাজ বিপুল সমাদৃত হয়েছিল। এই শান্তনুকেই নিজেদের সিইও পদে বসায় কম্পিউটার সফটওয়্যারের অন্যতম বিশেষজ্ঞ সংস্থা অ্যাডোব। ১৯৯৮ সালে অ্যাডোবে যোগ দেন শান্তনু। সাত বছরের মাথায় ২০05 সালে তাকে সিওও পদে বসানো হয়। ২০07 সালে মার্কিন সংস্থাটি তাদের আমেরিকান সিইওকে সরিয়ে তার পদে বসায় শান্তনুকে।

আমদাবাদ আইআইএমের ছাত্র অজয়পাল সিংহ বঙ্গা এখন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক গ্রুপের প্রেসিডেন্ট।

তার আগে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পেমেন্ট প্রসেসিং কর্পোরেশন মাস্টারকার্ড ইনকর্পোরেশনেরেও সিইও এবং এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি।

জলন্ধরের শিখ পরিবারের সন্তান বঙ্গা জন্মেছিলেন পুণেতে।

তার বাবা ছিলেন ভারতীয় সেনা অফিসার। শিমলা, দিল্লি, হায়দরাবাদে স্কুল কলেজের পড়াশোনা।

অর্থনীতি নিয়ে স্নাতক হওয়ার পর আমদাবাদ থেকে এমবিএ করেন। ১৯৮১ সালে ক্যারিয়ার শুরু নেসলেতে শিক্ষানবিশ হিসাবে। তবে খুব তাড়াতাড়ি ব্যাংকিং সেক্টরে চলে আসেন।

তারপর ক্রমশই উন্নতি হয়েছে বঙ্গার।

আমেরিকার কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের নামি সংস্থা আরিস্টা নেটওয়ার্কের সিইও জয়শ্রী উল্লাল। বয়স ৬২ ।

লন্ডনের হিন্দু পরিবারে জন্ম হলেও জয়শ্রীর স্কুলের পড়াশোনা পুরোটাই দিল্লিতে। পরে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আবার বিদেশে চলে আসেন জয়শ্রী। পরে বিদেশেই কর্মজীবন শুরু করেন। এই জয়শ্রীকে বিশ্বের নেটওয়ার্কিং জগতের প্রথম পাঁচ সেরা প্রভাবশালীদের একজন বলে উল্লেখ করেছিল ফোর্বস পত্রিকা। পরে ব্যারন এবং ফরচুন নামের বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্রিকাও তাকে বিশ্বের অন্যতম সেরা সিইও এবং অন্যতম সেরা ব্যবসায়ীর তকমা দেন।

এই জয়শ্রীকেই ২০০৮ সালে আরিস্তা তাদের সিইও এবং প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করেন।

ব্রিটেনের টেলিকমিউনিকেশন সংস্থা ইনমারস্যাটের সিইও রাজীব সুরি। এর আগে মোবাইল প্রস্তুতকারী ফিনল্যান্ডের সংস্থা নকিয়ারও সিইও ছিলেন। ২০১৪ সালে তাকে নকিয়ার প্রধান হিসেবে ঘোষণা করে সংস্থাটি। তার আগে নকিয়ার সিইও পদে যারাই বসতেন তাদের জন্মসূত্রে ফিনল্যান্ডের মানুষ হতে হত।

তার আগে একমাত্র কানাডার এক ব্যবসায়ীকে নিজেদের সিইও করেছিল নকিয়া। তারপরেই রাজীবকে ওই পদ দেওয়া হয়। টানা ছয় বছর ওই পদে দায়িত্ব পালন করেছেন রাজীব। দিল্লির ছেলে রাজীব ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেছেন মনিপাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে।

Punit Renjen, Deloitte
Vasant Narasimhan, Novartis
Thomas Kurian, Google Cloud
Devika B, Ogilvy
Revathi Advaithi, Flextronics
Anjali Sud, Vimeo
Ravi Kumar, Cognizant
Laxman Narasimhan, Starbucks
Arvind Krishna, IBM
R Raghuram, VMware
Sanjay Mehrotra, Micron
Sundar Pichai, Alphabet
Neal Mohan, Youtube
Satya Nadella, Microsoft
Raj Subramaniam, FedEx
George Kurian, NetApp
Sandeep Kataria, Bata
Shantanu Narayen, Adobe
Nikesh Arora, PaloAlto
Leena Nair, Chanel
Amrapali Gan, OnlyFans
Jayshree Ullal, Arista Network
Niraj Shah, Wayfair
Vivek Sankaran, Albertsons Companies

জর্জ কুরিয়েনের জন্ম কেরলে। তিনি আবার গুগল ক্লাউডের সিইও টমাস কুরিয়েনের যমজ ভাই। এক সময় হোটেলের দরজায় গাড়ি পার্কিংয়ের কাজ করতেন। পরে পিৎজা তৈরির রাঁধুনি এবং বারটেন্ডার হিসাবেও কাজ করেছেন। দুজনেই আইআইটি মাদ্রাজের ছাত্র। পরে স্কলারশিপ পেয়ে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান পড়াশোনা করতে। ২০১৯ সালে টমাস গুগল ক্লাউডের সিইও হন। জর্জকে ২০১৫ সালে সিইও ঘোষণা করা হয় ক্যালিফোর্নিয়া কেন্দ্রিক ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার সংস্থা নেট অ্যাপে।

আম্রপালি গন। বয়স ৩৬, জন্ম ভারতের মুম্বাইয়ে। তিনি ২০২১ সালের ২২ ডিসেম্বর প্রাপ্তবয়স্কদের নেটমাধ্যম সংস্থা ওনলি ফ্যানস-এর সিইও হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। ২০১৬ সালে শুরু হয় ওনলি ফ্যানস। তবে নাম-যশ হয় করোনা মহামারির সময়ে। আম্রপালিও এই সময় থেকেই ওনলি ফ্যানস-এর সঙ্গে।

আমেরিকার বহুজাতিক সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা পালো অল্টো নেটওয়ার্কের সিইও-ও একজন ভারতীয়। নাম নিকেশ আরোরা। বয়স ৫৫ বছর। উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে জন্ম। বাবা এক ভারতীয় বায়ুসেনা অফিসার। বায়ুসেনার স্কুলেই পড়াশোনা। পরে বেনারসের আইআইটি (বিএইচইউ)-এ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে স্নাতক হন। আরোরা ২০১১-২০১৪ সাল পর্যন্ত গুগলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ২০১৪ সালে সফট ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হন। ২০১৮ সালে পালো অল্টোয় সিইও হিসাবে দায়িত্ব নেন নিকেশ।

আমেরিকার বহুজাতিক সংস্থা স্যানডিস্কের সহ প্রতিষ্ঠাতা সঞ্জয় মেহরোত্রার জন্ম কানপুরে। প্রাথমিক পড়াশোনা দিল্লিতে। পরে অবশ্য স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাশ করেন। ২০১৭ সালে তাকে কম্পিউটার মেমরি প্রস্তুতকারী সংস্থা মাইক্রোন টেকনোলজির সিইও পদে বসানো হয়।

লক্ষ্মণ নরসিংহ এখন আমেরিকার বহুজাতিক কফি সংস্থা স্টারবাকস-এর সিইও। এককালে পেপসিকো-র সিওও এবং রেকিট সংস্থার সিইও হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ৫৬ বছরের লক্ষ্মণের জন্ম মহারাষ্ট্রের পুণের এক হিন্দু পরিবারে। পুণেতেই ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে স্নাতক হয়েছেন। পরে এমবিএ করেন বিদেশে। ২০২২ সালে তাঁকে নিজেদের সিইও হিসাবে ঘোষণা করে স্টারবাকস।

আমেরিকার বহুজাতিক সংস্থা ফ্লেক্সের সিইও পদে রয়েছেন এক ভারতীয় নারী। তিনি ৫৬ বছরের রেবতী অদ্বৈতী। জন্ম ভারতে। রাজস্থানের বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সের ছাত্রী। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে রেবতীকে নিজেদের নতুন সিইও হিসাবে ঘোষণা করে ফ্লেক্স।

ফরাসি ফ্যাশন ব্র্যান্ড শ্যানেলের সিইও-ও একজন ভারতীয় মহিলা। নাম লীনা নায়ার। মহারাষ্ট্রের হিন্দু পরিবারে জন্ম লীনার। বয়স ৫৪ । পড়াশোনা পুরোটাই ভারতে। জামশেদপুর থেকে সোনার পদক পেয়ে ম্যানেজমেন্ট নিয়ে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হয়েছিলেন মীরা। কাজ করেছেন কলকাতাতেও।

২০ বছর ইউনিলিভারে কাজ করার পর তাদের চিফ হিউম্যান রিসোর্স অফিসার হয়েছিলেন মীরা। পরে যোগ দেন শ্যানেলে। নিজেকে প্রাক্তন পেপসিকো প্রধান ইন্দ্রা নুয়ির ছাত্রী বলে ঘোষণা করা মীরা ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে এই আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সিইও-র দায়িত্ব পালন করছেন।

সৌ: ডে. বা.

আধুনিক সংস্কৃতি এবং মানুষের পরিবেশগত উপলব্ধি

সজল মজুমদার

"সংস্কৃতি" হল একটি বাংলা শব্দ যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো "culture" বা কর্ষণ করা। আবার সংস্কৃতি অর্থে "কৃষ্টি" শব্দটিও ব্যবহার করা হয়। মূলত সংস্কৃতি হল ব্যক্তি বা মানুষের বা কোনো জাতির শিক্ষাদীক্ষা, বিচার বুদ্ধি, আচার ব্যবহার, অনুষ্ঠান পালন, চালচলন,খাদ্যাভাস, শিল্পকর্ম, সৃজনশীলতা, সাহিত্য চর্চা, রীতিনীতি, সমষ্টিগত জ্ঞান, নীতিবোধ, বিশ্বাস প্রভৃতির একত্রিত মার্জিতরূপ। সামাজিক বিচারে জীবন যাত্রার প্রণালী বা জীবন ধারাকেই বলে সংস্কৃতি। পরিবেশ ভিত্তিক বাসস্থান কে কেন্দ্র করে আধুনিক সংস্কৃতিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

যেমন- আদিবাসী সংস্কৃতি, গ্রাম্য সংস্কৃতি, নগর বা নাগরিক সংস্কৃতি। মূলত গ্রাম্য মানুষের কর্ম ধারা, বাসস্থান, পোশাক পরিচ্ছদ, কৃষিকাজ, সমাজ জীবনের ধরন ধারণের মধ্যে পরিবেশগত বেদন, পরিবেশ সচেতনতার প্রত্যক্ষ এক ধরনের উপলব্ধি করা যেতে পারে। কিন্তু আধুনিক নগর কেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে অত্যাধুনিক সময়ে উচ্চমানের জীবনযাত্রার ধরন ধারনের সাথে মানানসই হতে গিয়ে আত্মকেন্দ্রিক মানুষের মধ্যেও পরিবেশগত উপলব্ধি কতটা জাগরিত হয়েছে নাকি এই উপলব্ধি ক্রমশ অবনতির দিকে এ নিয়ে একটা প্রশ্ন চিহ্ন থেকেই যাচ্ছে। পরিবেশগত বেদন বা উপলব্ধি শব্দটি ব্যবহার করা হয় মানুষের মধ্যেও পরিবেশ সম্পর্কে যে প্রতিমূর্তি রয়েছে সেটিকে বোঝাতে। মূলত মানুষের মনোজগতে এই প্রতিমূর্তির কাল্পনিক অবয়বই ঠিক করে মানুষ পরিবেশের সাথে কিভাবে আচরণ করবে, পরিবেশকে কিচোখে দেখবে,কিভাবে তাকে কাজে লাগাবে। পরিবেশ সম্পর্কে প্রতিটি মানুষেরই কতগুলি নিজস্ব ধ্যান ধারণা আছে। মানুষের অভ্যন্তরীণ অনুভূতি ও আবেগ এই ধারণা গুলি গড়ে ওঠাতে সাহায্য করে। ঠিক সেই কারণেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি পুরনো সময়ের কবিদের অনুভূতিতে পরিবেশ উপলব্ধি, প্রকৃতি ভাবনা, পরিবেশ চেতনা কবিতার মাধ্যমে যেমন স্ফুটিত হয়েছে, তেমনি বর্তমান আধুনিক সময়ের নবীন এবং প্রবীণ প্রজন্মের কবিতার শিরোনাম এবং পংক্তিগুলোর মধ্যেও কবিদের নিজস্ব পরিবেশ চিন্তা চেতনার বিচ্ছুরণ ঘটেছে। তবে পরিবেশগত বেদন শুধুমাত্র কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই কিন্তু, ধরুন কোন বড় ছুটিতে পরিবারের সাথে কোন শৈল শহর বা কোন অরণ্যাঞ্চল বা সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে গেলেন। সেখানকার স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনি মিশে গেলেন। সেখানকার পরিবেশ প্রকৃতির সাথে সাময়িকভাবে একাত্ম হয়ে গেলেন। এই যে আপনার মনোজগতে সেই পরিবেশ প্রকৃতির যে প্রতিবিম্ব তৈরি হবে, তার রেশ কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত রয়েই যাবে। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের মানুষ স্থানীয় এলাকার আবহাওয়া, গাছগাছালি, পুকুর দিঘী, কৃষিকাজ এগুলো নিয়েই বেঁচে রয়েছে। দিনের শুরু থেকে শেষ অব্দি এসব মানুষের সবুজ প্রকৃতির মধ্যে অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়। ফলে শিক্ষা-দীক্ষায় হয়তো কিছু পিছিয়ে থাকলেও পরিবেশগত উপলব্ধিতে শহরের মানুষের থেকে অনেকটাই এগিয়ে এরা ।

অন্যদিকে শহরাঞ্চলের মানুষের মধ্যেও সাম্প্রতিক সময়ে গৃহ সৌন্দর্যায়নে ক্ষেত্রে পরিবেশ সচেতনতার ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আবার উল্টোদিকে তথাকথিত শহর সংস্কৃতিতে বৃক্ষ, জলাভূমিকে বিনাশ এবং ধ্বংস করে বহুতল নির্মাণ এই মানুষের দাড়াই হয়ে চলেছে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে মানুষ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেও রয়েছে অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক। এই সম্পর্কই নির্ধারণ করেছে মানুষের পরিবেশগত কাজকর্ম ও আচরণ। আজকের যান্ত্রিক যুগে প্রতিটা মানুষ নিজ নিজ অভীষ্ট লক্ষ্য পৌঁছানোর তাগিদে নিজের অজান্তেই বা জেনে বুঝে যেভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটিয়ে চলেছে যেভাবে পরিবেশ প্রাকৃতিক রক্ষা করার চেষ্টায় না গিয়ে বরং তাকে ধ্বংস করার কর্মযোজ্ঞের মত হয়ে উঠেছে, তাতে করে নেতিবাচক পরিবেশগত উপলব্ধি মানুষের মনে মাথা চারা দিয়ে উঠতে চাইছে। আজকে বিশ্বের সামগ্রিক তাপমাত্রা যখন ক্রমশ উর্ধ্বমুখী, যখন বিশ্ব উষ্ণায়ন পৃথিবীকে আগামীতে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, তখন সে সংবেদনশীল মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পরিবেশ প্রকৃতিকে রক্ষা করার তাগিদে না দেখিয়ে বরং পরিবেশকে ধ্বংস করে কি করে আরো উন্নত জীবনযাপন করা যায় এই ধরনের নেতিবাচক চিন্তা ভাবনা আজকে কম বেশী আমাদের সকলের মাথায় ঘোরাফেরা করছে। মানুষ আজ আত্ম স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে পরিবেশ প্রকৃতি বাঁচানোর স্বার্থ জ্বলাঞ্জলি দিয়েছে। তবে মানুষের মধ্যেও পরিবেশগত উপলব্ধি একেবারেই যে উঠে যাচ্ছে তাও ঠিক নয়। পরিবেশ দূষণ বায়ুদূষণ হ্রাস করার লক্ষ্য বর্তমানে পেট্রোল ডিজেল চালিত যানবাহনের বদলে ব্যাটারি চালিত দু চাকা, তিন চাকা চার চাকার যানবাহন যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। ভবিষ্যতে ইলেকট্রিক চালিত যানবাহন ও খুব শিগগিরই আসতে চলেছে। অচিরাচরিত বা অপ্রচলিত শক্তিগুলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হচ্ছে। তবে আধুনিক সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মানুষের মধ্যেও পরিবেশগত বেদন বা উপলব্ধি জাগ্রত করবার জন্য সকল শ্রেণীর মানুষকে ব্যাপক মাত্রায় আজ অনুপ্রাণিত করা বিশেষ প্রয়োজন। অনুপ্রাণিত করবার মাধ্যমে বা প্রক্রিয়া বিভিন্নভাবে হতেই পারে। তবে হ্যাঁ অনুপ্রাণিত করবে কে বা কারা ? যারা পরিবেশের জন্য অতীতে বা বর্তমান সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। পরিবেশ রক্ষায় যারা আজ সর্বোচ্চ রোল মডেল হিসেবে পরিচিত। বিশ্ব এবং দেশে পরিবেশ রক্ষায় যারা ব্যবহারিকভাবে বাস্তবে নিজের সেরাটা পরিবেশে ফিরিয়েদিতে পেরেছেন, সেই পরিবেশপ্রেমী কতিপয় মানুষ গুলোই সমাজের সকল মানুষকে অনুপ্রাণিত করে উপলব্ধির দোড় গোড়ায় পৌঁছে দিতে পারবেন। মাথায় রাখতে হবে প্রকৃতি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষের সামনে সম্ভাবনা তুলে ধরে। মানুষ প্রয়োজনমতো, পছন্দমত সেই সম্ভাবনা গুলিকে নিজের কাজে ব্যবহার করে থাকে। আমাদের সংকল্প বদ্ধ হতে হবে, পরিবেশ প্রকৃতি অরণ্য বৃক্ষপ্রাণের বিরুদ্ধে আমরা এমন কোন কাজ করবনা, যা আমাদের অস্তিত্বকেই ভবিষ্যতের সংকটে ফেলে। পরিবেশের সাথে মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ হোক, সহানুভূতিশীল, মানবীয় হোক এটিই একমাত্র কাম্য। উদিত হোক, সকল মানুষের হৃদয়ে পরিবেশগত উপলব্ধি।

বুলেট

শ্যামল বণিক

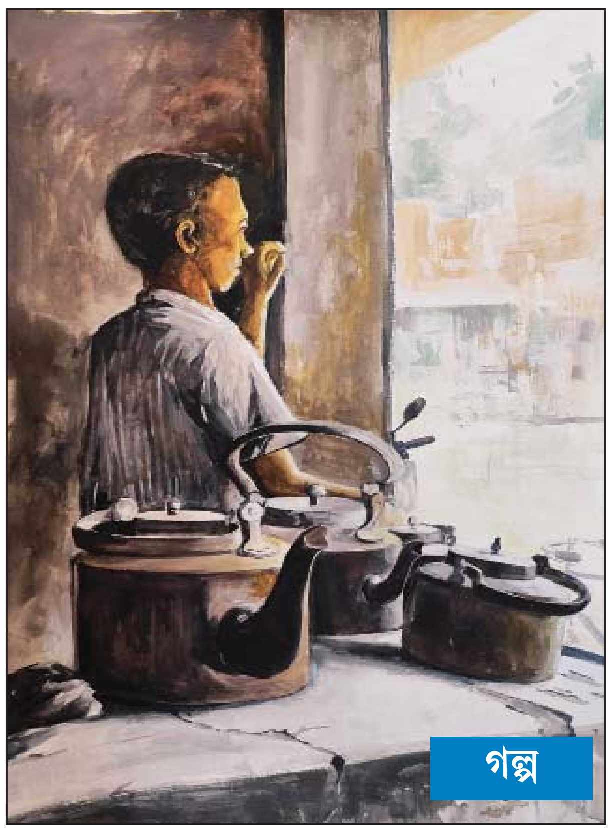

গল্প

এ্যাই চা গরম! চা গরম! হাঁক ছাড়তে ছাড়তে বুলেট গতিতে এগিয়ে এসে গরম চা ভর্তি ফ্লাক্সটা উঁচু করে ধরে বললো চা লাগবো কি স্যার?

খুব একটা ইচ্ছা না থাকলেও মায়াবী চেহারার স্থুলকায় ছোট্ট ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে আর না করতে পারলাম না। বললাম দাও এক কাপ।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে বললাম,বাহ্ চা তো খুব ভালো হয়েছে!

আমার কথা শুনে বুলেটের মুখটাতেও বেশ তৃপ্তির ছায়া লক্ষ্য করলাম।বললো হ স্যার বেচাও ভালাই হয়,হগলেই কয় খুব ভালা চা আমার!

আমি: তো কেমন বেচাকেনা হয় প্রতিদিন?

বুলেট:অয় তিন চাইরশ।

আমি: লেখাপড়া জানো কিছু?

বুলেট: না, আমরা গরিব মানুষ পড়ালেহা করুম ক্যামনে?

আমি: কেন তোমার বাবা নেই?

বুলেট: হুনছি আছে কিন্তু দেহি নাই কুনুদিন।

আমি: মানে?

বুলেট: হুনছি আমার জন্মের আগেই আমার মায়েরে ফালাইয়া চইলা গ্যাছে।

আমি: কোথায়?

বুলেট: ঢাহায় থাহে, আরেকটা বিয়াও করছে।

আমি: তোমার মা কি করেন?

বুলেট: মাইনসের বাড়িত কামকাজ করে।

আমি: থাক কোথায়?

বুলেট: নদীর হেই পাড়ে।

কোমলমতি ছোট্ট শিশু বুলেটের জীবনের করুন কাহিনী আমাকে যেন আপ্লুত করে তুলছে ক্রমান্বয়ে, ওর সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু জানবার আগ্রহটাও আমার বেড়ে যাচ্ছে।

আমি: তোমার নামটি তো খুব সুন্দর, তা নামটি কে রেখেছে?

বুলেট: ওস্তাদে রাখছে।

আমি: এই ওস্তাদটা কে?

বুলেট: আগে যেইহানে কাম করতাম হেই ওস্তাদ।

আমি: কোথায় কাজ করতে?

বুলেট: গ্যারেজে, আমি খুব তাড়াতাড়ি কইরা সব কাজকাম কইরা ফালাইতাম বুইল্লা ওস্তাদে আমারে বুলেট কইতো আর হেই নামডাই এহন চালু হইয়া গ্যাছেগা।আমারো খুব ভালা লাগছিলো নামডা।

আমি: এমনিতে তোমার আসল নাম কি?

বুলেট: আমার ভালা নাম রাব্বি।

আমি কিছু জিগ্যেস করার আগেই বুলেট ওর মোটর গ্যারেজে কাজ করা কালীন সময়ের কষ্টের অভিজ্ঞতার কথাগুলো আমাকে নির্দিধায় অনর্গল বলে যাচ্ছিলো।কথাগুলো শুনতে শুনতে কখন যে আমার চোখের পাতা দুটো ভিজে উঠেছে বুঝতেই পারিনি।

বুলেট: এহন যাইগা স্যার চা বেচতে হইবো

আমি: আচ্ছা যাও, তোমার অনেকটা সময় নষ্ট করলাম,খুব ভালো লাগলো তোমার সাথে কথা বলে।বুলেট বিনয়ের সাথে বললো না স্যার অসুবিদা নাই আমারো ভালো লাগলো অনেক কতা কইতে পাইরা।

পকেট থেকে একটা পাঁচশত টাকার নোট বের করে বুলেটের হাতে ধরিয়ে দিতে চাইলাম,প্রথমে নিতে চাইলো না কিছুতেই আত্নসম্মানী ছেলেটি।অনেক জোরাজুরির পরে হাতে নিলো। আমি বললাম তোমার যেটা মনে চায় এটা দিয়ে কিনে নিও।

ঠোঁটের কোনে মিষ্টি হাসির ঝিলিক দিয়ে বুলেট বললো ঠিক আছে। সালাম দিয়ে একরাশ খুশি নিয়ে জীবিকার তাগিদে বুলেট গতিতে পথ হাঁটা শুরু করলো বুলেট।জানি না এই তপ্ত মরুর পথ হাঁটা ওর মতো শত সহস্র বুলেটের কবে কোথায় গিয়ে শেষ হবে! কবে পাবে অধিকার, আশ্রয় খাদ্য বস্ত্র বাসস্থাণ শিক্ষার নিরাপদ জীবনের সন্ধান! এই রকম আরো অনেক প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো চলতে চলতে পথে।

হ্যাপি নিউ ইয়ার

শংকর সাহা

অণুগল্প

বন্নি আর ঋষি ছোটো থেকে একই স্কুলে পড়ে। পড়াশোনার সাথে সাথে উভয়ের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব সেই ছোটো বেলা থেকেই। আজ তারা পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেছে। বন্নির মা ঋষিদের বাড়িতেই কাজ করে। রান্না ঘরে একদিন ঋষির মা বলে, ".বন্নির মা, বন্নিতো এবার শুনলাম অঙ্কেতে একশো পেয়েছে।

কোথায় প্রাইভেট দিয়েছো ওকে?"

" কোথায় আর দেবো বউদিমণি। সংসার সামলাতেই সব টাকা শেষ হয়ে যায়। ওই স্কুলে যা শেখাই আর বাড়িতে নিজে নিজে শেখে। "..

খুন্তি হাতে রান্না করতে করতে বন্নির মা বলতে থাকেন।

বন্নি পড়াশোনায় বরাবরই ভালো। সেবারের বার্ষিক পরীক্ষায় সে যখন প্রথম হয়েছিল তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আর্শীবাদ করে বলেছিলেন সে বড় হয়ে

গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবে। দুচোখে স্বপ্ন নিয়ে আজ সে এ গ্রামের উজ্জ্বল ভবিষ্যত। বন্নি আর ঋষির বন্ধুত্ব স্কুলে একনামে সবাই জানে। সেদিন ছিল শুক্রবার। সন্ধ্যেতে ঋষিদের বাড়িতে বিশাল আয়োজন। নিউ ইয়ার সেলিব্রেশনের আয়োজন হয়েছে। সাংস্কৃতিক নানা অনুষ্ঠান সাথে অনেক অতিথি আয়োজন কিন্তু সেখানে বন্নি আসেনি। তার মা তো এখানে কাজ করেন! বড়োলোকের মাঝে সে এসেই বা কি করবে ?ঋষি আজ মনমরা। কতো উপহার তবুও মুখে হাসি নেই শুধু ভাবছে বন্নির কথা।

স্কুলে এসেই ঋষি জানতে পারে আজ বন্নি স্কুলে আসবে না । পাশে প্লাবনকে জিজ্ঞেস করতেই ঋষি জানতে পারে ," গত দুই দিন থেকে তার যে ভীষণ জ্বর। শরীর এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে সে হাঁটটেও পারছে না। '' ঋষি কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। হঠাৎই প্লাবন ব্যাগ থেকে একটি কাগজের খামে মোড়া হ্যাপি নিউ ইয়ার গ্রিটিংস কার্ড বের করে ঋষির হাতে দিয়ে বলে,"বন্নি এটি তোকে দেবার জন্যে পাঠিয়েছে। কাল গায়ে জ্বর নিয়েও ও নিজের হাতে রং তুলি দিয়ে কাগজে বানিয়েছে।"

প্লাবনের হাত থেকে কার্ডটি নিয়ে একবার দেখে ব্যাগে রেখে দেয় সে। সেদিন তাড়াতাড়িই স্কুল ছুটি হয়ে যায়। ঋষি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আসে ।

ব্যাগ থেকে গ্রিটিংস কার্ডটি বের করে পড়ার টেবিলে যত্ন করে সাজিয়ে রাখে।

পাশের ঘর থেকে ঋষির মা ছেলেকে ডাকতে ঘরে ঢুকতেই নজরে আসে সেই গ্রিটিংস কার্ডটি।

"ঋষি,এই কার্ডটি কেউ দিয়েছে বুঝি ? বেশ তো বানিয়েছে। জানিস আমাদের সময়ে এই কার্ডগুলোতেই শুভেচ্ছা জানাতাম। আর এখন তো...."

ঋষি মার দিকে চেয়ে বলে,"কার্ডটি বন্নি আমায় পাঠিয়েছে। দেখ মা,ও কতো সুন্দর করে ছবিটি এঁকেছে?"

'হ্যাঁ,সত্যিই খুব সুন্দর করে বানিয়েছে কার্ডটি। যত্ন করে রেখে দিস ঋষি।

এখন তো আধুনিকতার ছোঁয়ায় এগুলো আমরা প্রায় ভুলেই গেছি..

বাবা মাকে বার্ধক্য দিও না!

আফতাব মল্লিক

আমি এক অসহায় সন্তান। যে চোখের সামনে তার পিতা মাতাকে দিন দিন দুর্বল হতে দেখছে। যাদের হাত ধরে একদিন হাঁটতে শিখেছিলাম,তাদের কম্পমান হাত দেখতে হচ্ছে সামনে থেকে।
যারা একদিন মাছের কাঁটা বেছে কতো যত্ন করে খাইয়েছিল আমাকে, আজ তাদের হাতদুটো নিজের ঔষধ মুখে তুলতে পারছে না।
যাদের মুখের কথা শুনে শুনে আধো আধো কথা বলতে শিখেছিলাম-
আজ তাদের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কথা বলতে হচ্ছে!
যারা একদিন আমাকে শত আলোক বর্ষ দূরের চাঁদ দেখিয়ে
আমার কপালে টিপ এঁকে দিয়েছিল-
আজ তাদেরকে দেখিয়ে দিতে হচ্ছে তাদের চশমা, পাশে থাকা থুতু ফেলার পাত্র। ধরিয়ে দিতে হচ্ছে হাঁটার লাঠি।
যাদের এক ধমকে তৎক্ষণাৎ সরে এসেছি অন্যায় কাজ ছেড়ে-
আজ তারা ইশারায় ডাকছে বাইরে যাবে বলে!
যারা শীতকালে আমাকে স্নান করানোর সময় বলতো-
এই বাবু, চুপচাপ থাক্। ঠান্ডা লাগলেও প্রতিদিন স্নান করতে হবে। না হলে নোংরা জমে তোর পা হাত ফেটে ফেটে রক্ত পড়বে।
আজ তাদেরকে গরম জলে স্নান করাতে গিয়েও
দেখতে হচ্ছে তাদের অসহায় মুখ!
একজন সুস্থ সবল সন্তান হয়ে বাবা মায়ের এই অবস্থা দেখার চেয়ে আর বড়ো কোন কষ্ট আছে পৃথিবীতে?
বাবা মা তো অনেক কষ্ট করেছে তাদের যৌবনে,
আমাদেরকে বড়ো করার জন্য।
কতো দিন না খেয়ে থেকেছে, ছেঁড়া পোশাক পরে কাটিয়েছে কতো দিন!
কতো রাত নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটিয়েছে!
কাজের ভুলের জন্য দেরিতে কাজে যাওয়ার জন্য
কতো গাল খেয়েছে মালিকের কাছে!
এখন যখন আমরা সন্তানেরা বড়ো হয়ে,
কাজ করে উপার্জন করতে শিখেছি-
আর মনে মনে ভেবে নিয়েছি,
আর কোনোদিন বাবা মাকে কষ্ট পেতে দেবো না।
ঠিক তখনই তারা তাদের পছন্দের পোশাক পরতে পারছে না, পছন্দের খাবার খেতে পারছে না, পছন্দের জায়গায় বেড়াতে যেতে পারছে না।
হয় বার্ধক্যের কারণে কিংবা অসুস্থতার কারণে!
আর আমার মতো অনেক সন্তানেরা অসহায় ভাবে
তাদের কষ্ট শুধু দেখে যাচ্ছে প্রতিদিন!
তাদের কাছে কোনো উপায় থাকে না এই পরিস্থিতিকে জয় করার।
জানি এটা পৃথিবীর নিয়ম। সৃষ্টিকর্তার লিখন।
তবুও আমি সন্তান হয়ে কিভাবে দেখবো এই পরিস্থিতি!
সৃষ্টিকর্তা, তোমার কাছে একটা প্রার্থনা করি আজ।
আমাদের বাবা মাকে তুমি বৃদ্ধ কোরো না।
আর নাহলে আমাদেরকে অনেক সহ্য ক্ষমতা দাও-
যাতে আমরা তাদেরকে এই অবস্থায় দেখেও নিজেকে স্থির রাখতে পারি!

ছড়া-ছড়ি

তিনটি শোক

আমিনুর ইসলাম

১
হোমার হেঁটে যাচ্ছে,
মহাকালের পথ ধরে।
আর আমরা পড়ছি
ইলিয়াড ওডিসি।
প্যারিস আর হেলেনের প্রেম সঙ্গম।
হায় পুড়ে গেল ট্রয় নগরী !
২
কর্ণের জন্য কষ্ট হয়।
একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুলি,
শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা।
হায়! কুন্তি।
হায়! দ্রোণাচার্য।
৩
গ্রিকের শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি।
সফোক্লিসের ইডিপাস।
ট্রিসিয়াসের ভবিষ্যতবাণী।
হায়! অভিশপ্ত ইডিয়াস।

সংখ্যাতথ্য

মদনমোহন সামন্ত

তেইশ বারো 'তেইশ

বছর শেষের শেষ মাসে আজ,
দিন - বছরে সব সমান –
মাসটা আধায় আধেক বেশি,
সংখ্যাতেই তার প্রমাণ!
একটি হপ্তা বাকি মোটে
একটি মাত্র দিন জুড়ে –
তারপরেই ২৪ আসবে,
২৩ কোথাও যাবেই উড়ে!

শান্তা আসে

আসগার আলি মণ্ডল

শান্তা আসে শান্তি নিয়ে
বছর শেষের আগে
চিত্ত রাঙে নতুন রঙে
হর্ষ মনে জাগে।
লাল জোব্বা মাথায় টুপি
কাঁধে ঝোলা ব্যাগ
লজেন্স-টপি ভরে আনে
দেখায় শত ত্যাগ।
শীতের আমেজ গায়ে মেখে
কচিকাঁচার মাঝে
বিলায় খুশি সরল মনে
সকাল থেকে সাঁঝে।
বড়ো দিনে দেয় ছড়িয়ে
সুখ-শান্তির বাণী
নতুন বছর দেবে মুছে
দ্বেষ-বিদ্বেষ-গ্লানি।

চাপা ইচ্ছে

মতিউর রহমান

কে না চেনে এই শহরে
তোমার সোনা মুখ,
চাপা ইচ্ছে কবির ভিতর
কষ্টে ফাটে বুক।
এই শহরে তোমার নিয়ে
গল্প যত শত,
তোমার নিয়ে স্বপ্ন আমার
কেউ নেই তোমার মত।
ফুল বাগানে ঘুরে বেড়ালে
মৌমাছি এসে বসে গায়,
ছোঁয়াছুঁয়িয় জড়াজড়ি করে
একটু রস খেতে চায়।
তোমার রসে লালায়িত কবি
চাপা ইচ্ছে জাকে বুকে,
পিছু তাকায় ঘৃন্নায় ভরে
চুম্বন চায় কবি মুখে।

একাকীত্বের সমীকরণ

ইন্দ্রাণী দাস

কারো কারো একা থাকা অভ্যেস হয়ে যায়
শব্দহীন অন্ধকারে নীরবতা ভাঙ্গে তার
তপ্ত নিঃশ্বাস
জানালার ধারে ডালপালা ছড়িয়ে একা
যে গাছ কখনো পাখি কখনো বা খরগোশ হয় ---
তাকে দেখেই ঘুম আসে
দোয়েলের একটানা মিহি সুরে সকাল আসে জানালায়
একা গাছে তখন কলশব্দের ভিড় প্রথম সূর্যের স্পর্শে রোমাঞ্চিত পাতায়
সবুজের আলিঙ্গন,
তাকে দেখেই ঘুম ভাঙ্গে
একলা জগতেরও একটি নিজস্ব ভাষা আছে
কথা সেখানে শব্দের যাতায়াত নয়, অনুভূতির অনুরণন
অবকাশের আয়োজনে সময়ের অলস ভ্রমণ।
এক কাপ চায়ে দীর্ঘ চুমুক
আরামকেদারায় পা ছড়িয়ে অপলক চেয়ে থাকা
খঞ্জনার নাচ, বসন্তবৌড়ির গোঁফ,
হুতোম প্যাঁচার বাঁকানো ঘাড়
একাকীত্বের সমীকরণে অসংখ্য সমাধান।

……

অভাব

মোহাম্মদ ওয়াসিম

আমাদের যদি একটি ঘর থাকতো ;
পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার।
মায়ের চুলোই গরম ভাত ফুটতো।
আমার বাবার আশ্রয়ে পৃথিবী অজানা
অভাব মূলত বাবা কে চেনার উপলব্ধি।
আমাদের কাছে দূরে আছে কে
আছে শুধু একটা কুড়েঘর
দুয়ারে কয়েকটা খড়কুটো
মনের মধ্যে বইছে অভাবের ঝড়।
মায়ের হাড়িতে জল টগবক করছে; চাল গেছে ফুড়িয়ে;
একমুঠো ভাতের অভাবে রাস্তা যাচ্ছি হারিয়ে।
আসবে ঈশ্বর কাছে আমাদের
দেখবে একমুঠো ভাতের অভাব
পৃথিবী হারা মানুষের ভিড়ে
কে নিবে আমাদের হিসাব।
আমাদের কী হারিয়ে যাবার অভাব ;
নেই অন্ন ছাড়ার স্বভাব।
আসবে কেউ; একমুঠো ভাতের হিসেব নিতে ।

সৌদি প্রো লিগ

আল নাসরের জয়ে গোল করে শীর্ষে রোনাল্ডো

আপনজ ডেস্ক: আবারও গোল পেলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। সৌদি প্রো লিগে আল ইত্তিফাকের বিপক্ষে ৩-১ গোলে আল নাসরের জয়ের ম্যাচে পেনাল্টি থেকে গোল করেছেন পর্তুগিজ তারকা।

চলতি বছরে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এটি তাঁর ৫১তম গোল। আল নাসরের হয়ে বাকি ২ টি গোল করেছেন অ্যালেক্স তেলেস ও মার্সেল ব্রজোভিচ। এ জয়ের পর ১৭ ম্যাচে আল নাসরের পয়েন্ট ৪০। ১৮ ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আল হিলাল।

সর্বশেষ ম্যাচে আল রিয়াদকে ৪-১ গোলে হারানো আল নাসর এই ম্যাচেও শুরু থেকেই দাপট দেখায়। ম্যাচের ৮ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে রোনাল্ডোর নেওয়া শট ঠেকিয়ে দেন আল ইত্তিফাকের গোলকিপার পাওলো ভিক্টর। ১৪ মিনিটে আবারও সুযোগ পায় আল নাসর। ওতাভিওর বাড়িয়ে দেওয়া বলে সাদিও মানের নেওয়া শট গোলপোস্টে ছিল না।

আল নাসর প্রথম গোলটি পায় ম্যাচের ৪৩ মিনিটে। গোল করেন আল নাসরের ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার তেলেস। আল ইত্তিফাকের ডিফেন্ডার হেড দিয়ে বল ক্লিয়ার করলে সেই বল যায় তেলেসের সামনে। এরপর বক্সের বেশ খানিকটা বাইরে ভলি থেকে জোরালো শটে গোল করেন তেলেস। আল নাসরের পরের গোলটিও আসে আল ইত্তিফাক ডিফেন্ডারের ভুলকে কাজে লাগিয়ে। ৫৯ মিনিটে আল ইত্তিফাকের ডিফেন্ডারের ভুল আর রোনাল্ডোর সহায়তায় গোল করেন ব্রজোভিচ।

রোনাল্ডো গোল করেন ম্যাচের ৭৩ মিনিটে। বাঁ দিক থেকে ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বক্সে ঢোকেন সাদিও মানে। এরপর হ্যান্ডবল হলে পেনাল্টি পায় আল নাসর। স্পট কিক থেকে গোল করতে ভুল করেননি রোনাল্ডো।

চলতি মৌসুমে সৌদি প্রো লিগে রোনাল্ডোর গোল ১৭টি, যা লিগে সর্বোচ্চ। এ ম্যাচের আগে ১৬ গোল নিয়ে আল হিলালের আলেক্সান্দার মিতরোভিচের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষ গোলদাতা ছিলেন পর্তুগিজ তারকা। আজ মিতরোভিচকে ছাড়িয়ে গেলেন। ৮৫ মিনিটে সান্ত্বনাসূচক গোল পায় আল ইত্তিফাক। সাবেক লিভারপুল তারকা জর্জিনিও ভাইনালডামের বাড়ানো বলে ব্যবধান কমান মোহাম্মদ কুইয়াইকিবি।

গার্দিওলার সিটি এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন

আপনজ ডেস্ক: এই একটা ট্রফিই বাকি ছিল ম্যানচেস্টার সিটির। পেপ গার্দিওলার অধীনে ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী দল হয়ে উঠার পরও বড় দুটি ট্রফি গত মৌসুমের আগ পর্যন্ত অধরা রয়ে গিয়েছিল—চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ক্লাব বিশ্বকাপ। অবশেষে গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন পূরন হয় সিটির। তারপর বাকি ছিল শুধু ক্লাব বিশ্বকাপ, যেখানে সুযোগ পেতে হয় আসলে মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে। ইউরোপ-সেরা হওয়ায় সিটি সেই সুযোগটা পেল এবার প্রথম। আর সেই প্রথম সুযোগেই বিশ্বজয়ও করল পেপ গার্দিওলার দল। সৌদি আরবের জেদ্দায় কিং আবদুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামের ফাইনালে আজ সিটি ৪-০ গোলে হারিয়েছে ব্রাজিলের ক্লাব ফ্লুমিনেন্সকে।

ইংল্যান্ডের চতুর্থ দল হিসেবে ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জিতল সিটি। এর আগে এই কৃতিত্ব ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, চেলসি ও লিভারপুলের। প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ, চ্যাম্পিয়নস লিগ, উয়েফা সুপার কাপের পর এই বছর এটি সিটির পঞ্চম শিরোপা।

এ জয়ে সিটির যেমন ট্রফিকেস পূর্নতা পেল, তেমনি একটা বৃত্তপূরণ হলো গার্দিওলারও। ২০০৮ থেকে ২০১২ পর্যন্ত বার্সেলোনার কোচ থাকা অবস্থায় জিতেছিলেন সম্ভাব্য সব শিরোপা। এবার সিটির হয়েও আর সব জেতা হয়ে গেল তাঁর। ক্লাব বিশ্বকাপ অবশ্য তিনি আগেই জিতেছিলেন তিনবার। দুইবার বার্সেলোনার হয়ে দুইবার, একবার বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে। চতুর্থবার জেতায় তাঁর একটা বিশ্বরেকর্ডও হয়ে গেল। এই টুর্নামেন্টের ইতিহাসে এখন তিনিই সবচেয়ে সফল কোচ। তিনবার ক্লাব বিশ্বকাপ জিতে দ্বিতীয় স্থানে কার্লো আনচেলত্তি। ফ্লুমিনেন্স কোচ ফার্নান্দো দিনিজ, যিনি একই সঙ্গে আবার ব্রাজিল জাতীয় দলেরও অন্তর্বর্তীকালীন কোচ, তাঁর ফুটবল দর্শন কিছুটা গার্দিওলার কাছাকাছি। অনেকের চোখে তাই তিনি ‘ব্রাজিলের গার্দিওলা’।

জেদ্দার আজ ফাইনালটাকেও তাই মনে করা হচ্ছিল পেপ গার্দিওলার সঙ্গে ‘ব্রাজিলের গার্দিওলা’র লড়াই। অবশ্য সেই লড়াইয়ে দিনিজ জিতে গেলে সেটা বড় চমকই হতো। ফ্লুমিনেন্স যতই দক্ষিণ আমেরিকার চ্যাম্পিয়ন হোক, ইউরোপের চ্যাম্পিয়নদের চেয়ে ওরা ঢের পিছিয়ে। মঠের লড়াইয়েও সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল ম্যাচ শুরুর পরই। ৪০ সেকেন্ডের মধ্যে সিটির আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেজের গোল! থ্রো ইন থেকে পাওয়া বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে ফ্লুমিনেন্স ডিফেন্ডার মার্সেলো বল দিয়ে দিয়ে দিলেন সিটি ডিফেন্ডার নাথান আকের পায়ে। বক্সের অনেক বাইরে থেকে নেওয়া আকের শট ফ্লুমিনেন্স গোলরক্ষক ফ্যাবিও ফিরিয়ে দিলেও তাঁর সামনেই থাকা আলভারেজ ফিরতি বলটা বুকে লাগিয়ে পাঠিয়ে দেন জালে।

এরপর বিরতির আগেই সিটি মিডফিল্ডার ফোডেনের শট ক্লিয়ার করতে গিয়ে ফ্লুমিনেন্সের ডিফেন্ডার ও অধিনায়ক নিনো পাঠিয়ে দিলেন নিজেদের জালে। সিটির কাজটা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল তখনই।

বিরতির পর সিটি করেছে আরও দুটি গোল। ৭২ মিনিটে ফোডেন, ৮৮ মিনিটে আলভারেজ। তারপর শেষ বাঁশি এবং যথারীতি সিটির উৎসব।

দারুণ দুটি গোল করে ম্যাচসেরা হয়েছেন হুলিয়ান আলভারেজ। একই মৌসুমে দেশের হয়ে বিশ্বকাপ ও ক্লাবের হয়ে ট্রেবল জেতার অনন্য কীর্তি তো আগেই গড়েছিলেন, এবার ক্লাবের হয়েও জিতলেন বিশ্বকাপ।

‘ফিলিস্তিনের সমর্থনে আইসিসি কেন বাধা দেবে’

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিনকে সমর্থন জানিয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে পার্থ টেস্টে ‘কালো আর্মব্যান্ড’ পরেছিলেন উসমান খাজা। এতে নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ তুলে অজি ক্রিকেটারকে তিরস্কার করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। এর আগেও খেলোয়াড়েরা আইসিসি’র অনুমোদন ছাড়াই এমন কাজ করলেও কারোর এমন ঝামেলা পোহাতে হয়নি। ফিলিস্তিনের সমর্থনে আইসিসি’র বিপরীত অবস্থানের বিষয়টি বোধগম্য হচ্ছে না খাজার। একই সঙ্গে আইসিসি’র কাছে একটি দাবি তোলার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

পার্থ টেস্টে ফিলিস্তিনিদের সমর্থন জানিয়ে বিশেষ জুতা পরতে চেয়েছিলেন উসমান খাজা। তবে আইসিসি’র হুঁশিয়ারির মুখে ‘স্বাধীনতা একটি মানবাধিকার এবং প্রতিটি জীবনের মূল্য সমান’ স্লোগান সম্বলিত জুতা পরার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার। শাস্তির মুখে পরার আশঙ্কায় স্লোগান টেপ দিয়ে ঢেকে খেলতে নামেন খাজা। যদিও সেই ম্যাচে কালো আর্মব্যান্ড পরেন তিনি। এক্ষেত্রে আইসিসি’র অনুমোদন নেয়া হয়নি, যেটি নিয়মের লঙ্ঘন বলে তাকে ভর্ৎসনা করে আইসিসি। গতকাল মেলবোর্নে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) এক অনুষ্ঠানে এ ব্যাপারে কথা বলেন খাজা।

তিনি জানান, মানবতার ব্যাপারে তার যা উপলব্ধি, শুধু সেটিই জানাতে চেয়েছেন। এর বাইরে গোপন কোনো উদ্দেশ্য নেই তার। খাজা বলেন, ‘আমার কোনো অ্যাজেন্ডা নেই, শুধু নিজে যে ব্যাপারে আবেগী ও কঠোর, সেসব ব্যাপারে আলোকপাত করেছি।’

খাজা বলেন, ‘আমি এটি (আর্মব্যান্ড পরা) যথাসম্ভব সম্মানসূচক উপায়েই করার চেষ্টা করেছি। জুতায় যা লিখেছি, বেশ কিছুদিন ধরেই সেটি ভেবেছি। আমি নিশ্চিত করেছি, যাতে জনসংখ্যার একটা অংশ, কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস ও সম্প্রদায়ের কাউকে যাতে বাদ না দিই। এ কারণে ধর্মকে টানিনি। আমি মানবতার কথা বলছি। এটিই সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।’

নিজের প্রতিবাদের ব্যাখ্যা দিয়ে খাজা বলেন, ‘কারণ এটি (ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের আগ্রাসন) আমাকে কঠোরভাবে আঘাত করেছে। আজ (শুক্রবার) সকালেই নিককে (ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী নিক হকলি) বলেছি, যখন আমি ইনস্টাগ্রামে দেখি, আমি দেখি শিশুদের, নিরীহ শিশুদের, তাদের মৃত্যুর ভিডিও। এটিই আমাকে সবচেয়ে বেশি মর্মাহত করেছে।’

খাজা বলেন, ‘আমি শুধু আমার ছোট মেয়ের কথা ভাবি। এটি নিয়ে কথা বলতে আসলে আবেগী হয়ে যাচ্ছি। আমার কাছে এটিই কার্রণ। আমার গোপন কোনো অ্যাজেন্ডা নেই, আমি কিছু পাব না। আমার শুধু মনে হচ্ছে, এ নিয়ে কথা বলাটা আমার দায়িত্ব।’

এরপর আইসিসির বিরোধীতার কারণ বুঝতে না পারার কথা জানান খাজা। তিনি বলেন, ‘আইসিসি আমাকে (পার্থ টেস্টের) দ্বিতীয় দিনই জিজ্ঞাসা করেছে, কালো আর্মব্যান্ড কেন পরেছি? আমি বলেছি, এটি ব্যক্তিগত শোকের কারণ। এর বাইরে কিছু বলিনি। জুতার ব্যাপারটি ভিন্ন ছিল। কিন্তু আর্মব্যান্ডের (কারণে তিরস্কারের) বিষয়টি কোনোভাবেই বুঝতে পারছি না।’

খাজা বলেন, ‘আমি সব নিয়মই মেনেছি আর অতীতেও এমন ঘটনা আছে- ব্যাটে কেউ স্টিকার লাগিয়েছে, জুতায় নাম লিখেছে। অতীতে এমনটা করা হয়েছে আইসিসির অনুমতি ছাড়াই এবং তিরস্কার শুনতে হয়নি কাউকে। আমি আইসিসিকে সম্মান জানাই, তাদের যা নিয়ম আছে, সেগুলোকেও সম্মান করি। আমি তাদের বলব, দাবি জানাব, আমার দিক থেকে। আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে (প্রতিবাদ জানানোর অধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে) ধারাবাহিকতা ধরে রাখা হয়নি।’

আইসিসি অভিযোগ তুলেছে, উসমান খাজা আইসিসির প্লেয়িং কন্ডিশনের পোশাক ও সরঞ্জাম নিয়মের ধারা ভঙ্গ করেছেন। আইসিসি জানিয়েছে, পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ও আইসিসির পূর্ব অনুমতি ছাড়া খাজা কালো আর্মব্যান্ড পরেন। তবে এখন পর্যন্ত খাজাকে কোনো শাস্তি বা জরিমানা করা হয়নি।

নিউজিল্যান্ডে ঐতিহাসিক জয় বাংলাদেশের

আপনজন ডেস্ক: নেপিয়ারের সকালটা নিজেদের নামে লিখে ছন্দটা বুনে দিয়েছিলেন বোলাররা। আরো নির্দিষ্ট করে বললে পেসাররা। সে পথে হেঁটে বাকি অনুষ্ঠানিকতা সারলেন ব্যাটাররা। তাতেই এলো ঐতিহাসিক জয়। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে তাদের প্রথমবার ওয়ানডেতে হারল বাংলাদেশ। একই সঙ্গে তিন ম্যাচ সিরিজে ধবলধোলাই আড়ালেন নাজমুল হোসেনরা।

০-১৮! কিউইদের বিপক্ষে তাদের ঘরের মাঠে এমন পরিসংখ্যান নিয়ে খেলতে নেমে এবার কাঙ্ক্ষিত জয়ের দেখা পেল বাংলাদেশ। মুখোমুখি দেখায় নিউজিল্যান্ডকে সর্বনিম্ন ৯৮ রানে গুটিয়ে ১ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নিয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

৯ উইকেট ও ২০৯ বল হাতে রেখে পাওয়া জয়টি বল ও উইকেটের ব্যবধানে কিউইদের বিপক্ষে সব থেকে বড় জয় বাংলাদেশের।

ছোট রানের লক্ষ্য তাড়ায় ভালো শুরু পেয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ডান চোখে সমস্যা অনুভব করছিলেন সৌম্য সরকার। তার অঙ্গভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল, ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছিলেন না। ফিজিওর প্রাথমিক চিকিৎসার পরেও সমস্যার সমাধান হয়নি। ১৬ বলে ৪ রান করে উঠেই যান সৌম্য। তবে বড় জয় পেতে বেগ পেতে হয়নি বাংলাদেশকে।

ওপেনার এনামুল হক ৭ চারের সাহায্যে ৩৩ বলে ৩৭ রানে আউট হলেও ফিফটি করা অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর ৪২ বলে ৫১ রানের অপরাজিত ইনিংসে নিউজিল্যান্ডে ঐতিহাসিক এক জয়ে ২০২৩ সালের ওয়ানডে সংস্করণের খাতা বন্ধ করল বাংলাদেশ। যদিও সিরিজটি ১-২ ব্যবধানে হারতে হয়েছে।

সফরকারীরা জয়ের ভিত পেয়ে যায় বোলারদের হাত ধরে। আরো নির্দিষ্ট করলে বললে পেসারদের সৌজন্যে। নিজেদের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো প্রতিপক্ষের সবগুলো উইকেট নেন বাংলাদেশি পেসাররা। যেখানে ৭ ওভারে দুই মেডেনসহ ১৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট তানজিম হাসানের। সৌম্য ৬ ওভারে ১ মেডেন দিয়ে ১৬ রানে নেন ৩ উইকেট। ৭ ওভারে ২২ রানে ৩ উইকেট নেন শরিফুল ইসলাম। বাকি ১ উইকেট মুস্তাফিজুর রহমানের।

নেপিয়ারে আদর্শ পেস সহায়ক উইকেট ব্যবহারে আজ দারুণ দক্ষতা দেখিয়েছেন তানজিদ-শরিফুলরা। কিউইদের টপ অর্ডারে আঘাত করে তানজিদ। নতুন বল পেয়ে ফেরান ৮ রান করা ওপেনার রাচিন রবীন্দ্র ও তিনে নেমে ১ রান করা হেনরি নিকোলসকে। এরপর তৃতীয় উইকেট জুটিতে দলকে এগিয়ে নিচ্ছেন টম ল্যাথাম ও উইল ইয়াং। কিন্তু এই জুটি ৩৬ রানের বেশি বাড়তে দেননি ওয়ানডে ক্যারিয়ারে ১৪তম বাংলাদেশি বোলার হিসেবে ৫০ উইকেট নেওয়া শরিফুল।

বল একটু পুরনো হলে নিজের দ্বিতীয় স্পেল করতে এসে ইনিংসের ১৭তম ওভারে ল্যাথাম, ১৯তম ওভারে উইল ইয়াং ও ২১তম ওভারে মার্ক চাপম্যানকে আউট করেন শরিফুল। ল্যাথাম ২১, উইল ২৬ ও চাপম্যান ফেরেন ২ রান করে। দুই পেসারের হাত ধরে ২৫ ওভারের আগেই ৬ উইকেট হারায় নিউজিল্যান্ড। বাকি কাজটা করেন সৌম্য। কিউইদের নিচের দিকের ব্যাটারকে খোলস থেকে বের হতে দেননি তিনি।

এতেই অষ্টমবারের মতো ১০০-এর নিচে অলআউট হয় নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথমবার। বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতা বলে, ছোট লক্ষ্য ভীতি ছড়ায় বেশি। তবে বাংলাদেশি পেসাররা যেখানে তাণ্ডব চালিয়েছেন, সেই একই উইকেটে নিউজিল্যান্ডের পেসারদের হতাশায় উপহার দিয়ে ঐতিহাসিক জয় ছিনিয়ে নেন বাংলাদেশি ব্যাটাররা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের কোচ হতে পারেন পোলার্ড

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক ক্রিকেটার কাইরন পোলার্ডকে পরামর্শক কোচ নিয়োগ দিতে যাচ্ছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। এই খবর জানিয়েছে ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া এই বিশ্বকাপের কন্ডিশন ও উইকেট সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতেই পোলার্ডকে নিয়োগ দিতে পারে ইসিবি, জানিয়েছে দ্য টেলিগ্রাফ। অস্ট্রেলিয়ায় হওয়া ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে একই ভূমিকায় ছিলেন মাইক হাসি। সেই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইংল্যান্ড। ৩৬ বছর বয়সী পোলার্ডকে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। সব মিলিয়ে ৬৩৭ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন এই তারকা, যা এই সংস্করণে সর্বোচ্চ। জিতেছেন ৫টি আইপিএল শিরোপা। জাতীয় দলের হয়ে জিতেছেন ২০১২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। বর্তমানে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ব্যাটিং কোচও তিনি। যদিও কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে এখনো খেলছেন এই ক্যারিবীয় তারকা।

২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর তিনটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলা ইংল্যান্ড হেরেছে তিনটিতেই। সর্বশেষ তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে সিরিজ হেরেছে। এ ছাড়া ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের শোচনীয় ব্যর্থতার চাপ তো আছেই। সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে কোচিং স্টাফে কোনো স্থানীয় সদস্য না থাকাকে অনেকেই দায়ী করেছেন। ইংল্যান্ড ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কি নিজেও এটাকে একটি কারণ হিসেবে দেখেছেন। গত মাসে কি এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘সত্যি বলতে এর জন্য আমি নিজেকে অনেক দায়ী মনে করি। আমি এমন একটা কোচিং স্টাফ ঠিক করেছি যেখানে স্থানীয় কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। এমন কেউ, যে ওই কন্ডিশন খুব ভালো করে জানেন।’ সে কারণেই এই টুর্নামেন্টে ইংল্যান্ডের ডাগআউটে থাকতে পারেন পোলার্ড। পোলার্ড ইংল্যান্ডের সাদা বলের অধিনায়ক বাটলারের পুরোনো সতীর্থ। ২০১০ ও ২০১১ সালে বাটলারের সঙ্গে সমারসেটে খেলেছেন পোলার্ড। ধারণা করা হচ্ছে, শুধু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই দায়িত্ব থাকতে পারেন পোলার্ড। তবে এই জুটি কার্যকরী হলে দেখা যেতে পারে সামনেও।

জঙ্গলমহলের আদিবাসী বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি ব্লকের জঙ্গলমহলের অন্তর্গত রাধামোহনপুর আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম বৎসরের জন্য বিদ্যালয়ের নিজস্ব বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আজ আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তন্ময় সিংহ জানান, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মজার মজার কিছু বিষয় এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভাবা হয়েছিল। অঙ্ক দৌড় মিউজিক্যাল চেয়ার হাড়িভাঙ্গা প্রতিযোগিতা গুলিকে ঘিরে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উন্মাদনা ছিল দেখার মতো। আজকের অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক নির্মল মান্ডি ও অসীম কুমার দোলই। গতকাল হয়ে যাওয়া সাঁওতালি ভাষা দিবসের তাৎপর্য ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ব্যাখ্যা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক লক্ষীনারায়ণ হেমব্রম।

ওয়েস্ট হামের কাছেও হেরে গেল ইউনাইটেড

আপনজ ডেস্ক: ওয়েস্ট হাম ২ : ০ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

‘যদি লিভারপুলের বিপক্ষে পারা যায়, অন্য যেকোনো দলের বিপক্ষেও পারা যাবে।’

গত সপ্তাহে অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। লিগ শিরোপা লড়াইয়ে থাকা লিভারপুলকে যদি তাদেরই মাঠে আটকে দেওয়া যায়, তবে ওয়েস্ট হামকে কেন নয়, ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে এমন যুক্তিই দিয়েছিলেন ইউনাইটেডের কোচ এরিক টেন হাগ।

কিন্তু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচের ‘উদ্দীপনা-বার্তা’ ব্যর্থ হয়েছে। আজ ওয়েস্ট হামের মাঠে ইউনাইটেড হেরে গেছে ২-০ গোলে।

এ নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন ম্যাচ জয়শূন্য থাকল ইউনাইটেড। যে জয়হীনতায় ইউনাইটেড এখন পয়েন্ট তালিকার আট নম্বরে। ওয়েস্ট হাম উঠে গেছে ছয়ে। লিগ পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ তিনটি স্থানে যথাক্রমে আর্সেনাল, অ্যাস্টন ভিলা ও লিভারপুল।

লন্ডন স্টেডিয়ামের ম্যাচটির আগে টেন হাগকে সর্বশেষ ম্যাচের কথা তুলে আনতে হয়েছিল অস্বস্তিকর অতীতের কারণে। এই ম্যাচের আগে ওয়েস্ট হামের মাঠে খেলা সর্বশেষ ছয় ম্যাচের চারটিতেই পয়েন্ট খুইয়েছে ইউনাইটেড (৩ হার, ১ ড্র)।

তবে বড়দিনের আগের সর্বশেষ ম্যাচটিতে টেন হাগের দলের শুরুটা মন্দ ছিল না।

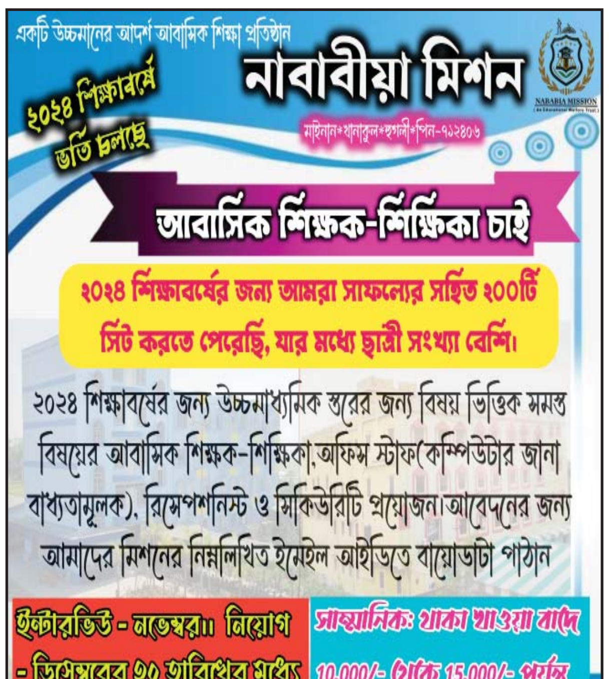

একটি উচ্চমানের আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
নাবাবীয়া মিশন
NABABIA MISSION
মাইনান*খানাকুল*হুগলী*পিন-৭১২৪০৬
২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে
আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকা চাই
২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য আমরা সাফল্যের সহিত ২০০টি সিট করতে পেরেছি, যার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা বেশি।
২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য বিষয় ভিত্তিক সমস্ত বিষয়ের আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকা,অফিস স্টাফ(কম্পিউটার জানা বাধ্যতামূলক), রিসেপশনিস্ট ও সিকিউরিটি প্রয়োজন।আবেদনের জন্য আমাদের মিশনের নিম্নলিখিত ইমেইল আইডিতে বায়োডাটা পাঠান
ইন্টারভিউ - নভেম্বর।। নিয়োগ - ডিসেম্বরের ২০ তারিখের মধ্যে
সাম্মানিক: থাকা খাওয়া বাদে 10,000/- থেকে 15,000/- পর্যন্ত
বি, দ্রঃ বিভিন্ন বিভাগের আলাদা আলাদা সাম্মানিক
Email:nababiamission786@gmail.com // WhatsApp:9732381000

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে
গ্রীন মডেল অ্যাকাডেমি (উঃ মাঃ)
(দিলখোস অ্যাকাডেমি) (M.CAT -এর অর্ন্তভূক্ত)
প্রতিষ্ঠাতা
ইসহাক মাদানী
বালক (পৃথক পৃথক ক্যাম্পাস) বালিকা
নতুন শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম ফিলাপ চলছে।
একটি উন্নতমানের আদর্শ আবাসিক / ডে-বোর্ডিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
মাধ্যমিকে সাফল্যের কিছু মুখ
Mob : 7001167827, 8145862113, 9832248082, 9647812571
পথ নির্দেশিকা ঃ জঙ্গীপুর-লালগোলা বাস রুটে, মহলদার পাড়া / কৃষ্ণশাইল বাস স্টপেজে নেমে ১ কিমি ত্রিমোহিনী মোড়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**